এপ্রিল-মে ২০২৫, চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১-৩২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ

গভর্নরের বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিস সফর

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর ১১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিস পরিদর্শন করেন। গভর্নরের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন সহধর্মিণী দিলরুবা রহমান। বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ফুল দিয়ে গভর্নর ও তাঁর সহধর্মিণীকে অভিনন্দন জানান।

সফরের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম অফিসের কনফারেন্স রুমে গভর্নর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সমসাময়িক ব্যাংকিং শীর্ষক বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ও বিএফআইইউ-এর পরিচালক মুহাম্মদ আনিছুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন, মোঃ আরিফুজ্জামান, মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ও স্বরূপ কুমার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় গভর্নর মানি লন্ডারিং ও অর্থ পাচাররোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানান এবং ইতোমধ্যে গৃহীত ও গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি সমসাময়িক ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী এবং সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে অর্থনৈতিক সূচকসমূহে ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। খাদ্য মূল্যস্ফীতির নিম্নগতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উর্ধ্বগতি, বর্তমান আমদানি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা, ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ বিষয়ে তিনি আলোচনা ও মতবিনিময় করেন।

সংবাদ সম্মেলন শেষে গভর্নর চট্টগ্রাম অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার, মোহাম্মদ আবুল কালাম এবং সিনিয়র কেয়ারটেকার মোঃ আমিরুল ইসলাম।

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর ও তাঁর স্ত্রী দিলরুবা রহমানকে চট্টগ্রাম অফিসে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়

মতবিনিময় সভায় গভর্নর বক্তব্য রাখছেন

গভর্নর অফিস প্রাঙ্গণে ফলজ গাছের চারা রোপণ করেন

সভাশেষে গভর্নর ও তাঁর সহধর্মিণীকে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। পরে তাঁরা চট্টগ্রাম অফিস প্রাঙ্গণে একটি জামরুল গাছের চারা রোপণ করেন।

এছাড়া, গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকের নাসিরাবাদস্থ ভূসম্পত্তি পরিদর্শনে যান। সেখানে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি স্কাউট গ্রুপ কর্তৃক গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  কাকলী জাহান আহ্‌মেদ
- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম
- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন

সম্মেলনে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুরের সাথে হেড অব বিএফআইইউ এ,এফ,এম শাহীনুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) সম্মেলন-২০২৫

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর উদ্যোগে এবং দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার্স অব ব্যাংকস্ ইন বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন-২০২৫, ১১-১২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ কাওছার মতিন, পরিচালক মুহাম্মদ আনিছুর রহমান, মোঃ মোস্তাকুর রহমান ও বিএফআইইউ এর অন্যান্য কর্মকর্তা। চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশে কার্যরত ৬০টি ব্যাংকের প্রধান ও উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাবৃন্দ সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Crisis to Resilience: Reinforcing Bangladesh's AML/CFT Framework to Combat Corporate Abuse and Illicit Financial Flow'।

ক্যামেলকো সম্মেলন ২০২৫ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর তাঁর বক্তব্যে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার বিষয়টি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে আসা রেমিটেন্স প্রবাহ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অর্থ পাচার হ্রাসের প্রতিফলন। মুদ্রাস্ফীতি, বিনিয়োগের রেট অব রিটার্নসহ সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলে তা মুদ্রা পাচার রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি বিএফআইইউ প্রধান এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম ব্যাংকিং খাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকিমুক্ত একটি আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন। পাশাপাশি আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে কর্পোরেট সুশাসনের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও, আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স ও ব্যাংকিং সেক্টরের সংস্কার টাস্কফোর্সসহ সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অর্থ পাচার রোধসহ অর্থনীতিতে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বিএফআইইউ এর পরিচালক মোঃ মোস্তাকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএফআইইউ প্রধান এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান মোঃ কাওছার মতিন।

সম্মেলনে কি-নোট উপস্থাপন করেন বিএফআইইউ-এর অতিরিক্ত পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন। চারটি প্যানেল আলোচনার বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রদান করেন বিএফআইইউ এর অতিরিক্ত পরিচালক রুমান আহমদ, যুগ্মপরিচালক মোঃ জয়নুল আবেদীন, মোঃ মোশাররফ হোসেন এবং মোঃ মাহবুবুর রহমান। কি-নোট সেশনটি মডারেট করেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর। প্যানেল আলোচনাসমূহ মডারেট করেন বিএফআইইউ প্রধান, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউ এর পরিচালকগণ। বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ আলোচক হিসেবে কি-নোট ও প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণের পরামর্শ ও প্রস্তাবনার ভিত্তিতে বিএফআইইউ প্রধান ব্যাংকিং খাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের জন্য ২০২৫ সালের 'অ্যাকশন প্ল্যান' ঘোষণা করেন।

ওয়ার্কশপে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, ডেপুটি গভর্নর, অ্যাডভাইজার টু গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ ২৯-৩১ মে ২০২৫ তারিখে কক্সবাজারের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Central Bank Strengthening Strategy'। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত চারটি প্যানেল নির্ধারিত চারটি বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। Good Governance and Leadership, Monetary and Exchange Rate Policies, Compliance and Enforcement ও Organogram Restructuring with Global Standard এর ওপর প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া Central Bank Reform Talks: Bangladesh Perspective বিষয়ে আলোচনা করেন অ্যাডভাইজার টু গভর্নর মোঃ আহ্‌সান উল্লাহ ও সাবেথ ইবনে সিদ্দিক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, আর্থিক খাতের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। এসময় তিনি ব্যাংকিং সেক্টরের সুরক্ষায় সঠিক কৌশলগত পরিকল্পনা নির্ধারণ করে অংশীজনদের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করার তাগিদ দেন। এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতাশেষে গভর্নর ২০২৫-২০২৯ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪র্থ কৌশলগত পরিকল্পনা ডিজিটালি উন্মোচন করেন। এর আগে ২০২০-২০২৪ মেয়াদে প্রণীত বাংলাদেশ ব্যাংকের তৃতীয় স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

প্যানেল আলোচনার প্রথম পর্বে সেশন প্রধান ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে সুশাসন ও নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এসময় তিনি নতুন নেতৃত্ব তৈরিতে কর্মকর্তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। Good Governance and Leadership এর ওপর পাওয়ার পয়েন্টে বক্তব্য উপস্থাপন করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আশ্রাফুল আলম ও মোঃ রফিকুল ইসলাম। এসময় তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গঠন, আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারি বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দুর্বল তত্ত্বাবধান, নীতিগত ত্রুটি, উচ্চ অনাদায়ী ঋণ (এনপিএল) এবং পদ্ধতিগত অদক্ষতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

প্যানেল আলোচনা পর্বের দ্বিতীয় সেশন অনুষ্ঠিত হয় Monetary and Exchange Rate Policies বিষয়ে। সেশন প্রধান ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমানের পরিচালনায় দ্বিতীয় পর্বে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ নেন নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম (গ্রেড-১) ও ড. সায়েরা ইউনুস এবং পরিচালক মাহমুদ সালাহউদ্দীন নাসের, মোঃ সরোয়ার হোসেন, মোঃ হারুন-অর-রশিদ ও মোঃ বায়েজীদ সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুদ্রা বিনিময় হারের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কার করেছে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয় সেশনে Compliance and Enforcement বিষয়ে প্যানেল আলোচনা হয়। এ পর্বে সেশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নির্বাহী পরিচালক এ,কে,এম এহসান এবং প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ নেন নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান, হুসনে আরা শিখা এবং পরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী ও মাসুমা সুলতানা। এসময় বক্তারা বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে Compliance and Enforcement এর ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আইনি জটিলতা ও অপ্রতুল জরিমানাসহ নানা প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনি কাঠামোর পরিবর্তন ও পরিচালনাগত স্বাধীনতা জোরদার করা প্রয়োজন বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন।

চতুর্থ সেশনে ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী Organogram Restructuring with Global Standard বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্যানেল আলোচক হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) দেবদুলাল রায় ও পরিচালক মোহাম্মদ জহির হোসেন

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বক্তব্য রাখছেন। এসময় ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

প্রথম প্যানেল আলোচনা সেশনের প্রধান আলোচক ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও অন্য আলোচকবৃন্দ

দ্বিতীয় প্যানেল আলোচনা সেশনে প্রধান আলোচক ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও অন্য আলোচকবৃন্দ

তৃতীয় প্যানেল আলোচনা সেশনের প্রধান আলোচক নির্বাহী পরিচালক এ,কে,এম এহসান ও অন্য আলোচকবৃন্দ

চতুর্থ প্যানেল আলোচনা সেশনের প্রধান আলোচক ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য একটি বড় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয় দিনে অ্যাডভাইজার টু গভর্নর মোঃ আহ্‌সান উল্লাহ বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদাহরণ তুলে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনায় নেতৃত্ব, সুশাসন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আধুনিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরের বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। অ্যাডভাইজার টু গভর্নর সাবেথ ইবনে সিদ্দিক তার বক্তব্যে বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কৌশলগত রূপরেখা উপস্থাপন করেন যার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণসহ ব্যাংকিং খাত পরিচালনায় যুগোপযোগী আইটি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

পরে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরদের সাথে পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের পরিচালক লিজা ফাহমিদা গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, প্যানেল আলোচকসহ অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অ্যাডভাইজার টু গভর্নর মোঃ আহ্‌সান উল্লাহ ও সাবেথ ইবনে সিদ্দিক বক্তব্য রাখছেন

এফএসএসএসপিডির পরিচালক লিজা ফাহমিদা বক্তব্য রাখছেন

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ব্যাংকার-এসএমই নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনী মেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের উদ্যোগে ৮-১১ মে ২০২৫ ব্যাংকার-এসএমই নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ মেলায় ৪৯টি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির পাশাপাশি কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের নারী উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের পরিচালক নওশাদ মোস্তাফাসহ ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর দেশের নারী জনগোষ্ঠী আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তিকরণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দেশের ব্যাংকিং খাত, ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং সাধারণ জনগণকে ব্যাংকিং খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং প্রণোদনার বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। গভর্নর আরও বলেন, নারীদের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সে বিষয়গুলো দূরীকরণে চেষ্টা করতে হবে। পরে বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এসএমই পোর্টাল উদ্বোধন করা হয়।

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর নারী উদ্যোক্তা সমাবেশের উদ্বোধন করেন

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের অধিক অংশগ্রহণ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এ আয়োজন। তিনি বলেন, এমন আয়োজনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। এতে করে নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমইএসপিডির পরিচালক নওশাদ মোস্তফা। আরও বক্তব্য রাখেন সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন। আয়োজনে সহযোগিতাকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সভাপতির বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ।

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন

১১ মে ২০২৫ মেলার শেষ দিনে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক নওশাদ মোস্তাফা।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ও ঋণ প্রাপ্তিতে যথাযথভাবে সহায়তা প্রদান করতে হবে যা সামগ্রিকভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জেন্ডার সমতা অর্জনে এবং নারীদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন করবে। তিনি এসএমইএসপিডির মাস্টার সার্কুলার ও অন্যান্য সার্কুলারে প্রদানকৃত সহযোগিতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবগত থেকে সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এই মেলা প্রতিবছর আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ উদ্যোক্তা মেলা দেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ বলেন, এই সমাবেশ ও মেলা ছিল নারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ব্যাংকারদের সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতার সেতুবন্ধন রচনার এক সুযোগ যা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত এবং নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই মিলনমেলার মাধ্যমে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়েছে, বিভিন্ন ব্যাংকিং পণ্য ও সেবার তথ্য তুলে ধরেছেন এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

অংশগ্রহণকারী এবং আয়োজনে সহযোগিতাকারী সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতির বক্তব্য রাখেন পরিচালক নওশাদ মোস্তফা। তিনি বলেন, চার দিনের এই নারী উদ্যোক্তা মেলায় প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমইএসপিডি বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে মেলায় অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে ছয়জন সফল নারী উদ্যোক্তাকে স্বীকৃতিস্বরূপ 'বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা সম্মাননা-২০২৪' প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে পুরস্কার হিসেবে ২৫ হাজার টাকা, একটি ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছয় নারী উদ্যোক্তাকে নিয়ে তৈরি একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ৭০ জন নারী উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সনদ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, চার দিনব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নকারী সকল ব্যাংকের পাশাপাশি এসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। এবারের মেলার স্লোগান ছিল 'নারী উদ্যোক্তার অংশগ্রহণ, সিএমএসএমই খাতের উন্নয়ন'। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত এই মেলায় ৭০ জন নারী উদ্যোক্তা নিজেদের পণ্য ও সেবাসমূহ বিক্রয় ও প্রদর্শন করেছেন। এছাড়া, এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগ- ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্ট, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এবং পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাগণ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। সিএমএসএমই খাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান প্রতিকূলতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং খাত হতে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিশিষ্ট নীতিনির্ধারক, গবেষক, ব্যাংকার ও উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেন।

গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর মেলার স্টল পরিদর্শন করেন

সনদগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার

Granular Data Collection and Analysis শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৬-২৭ মে ২০২৫ তারিখ ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিয়ে Granular Data Collection and Analysis শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৩১টি তফসিলি ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের ৬২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্‌মেদ। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্‌মেদ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় মূল সেশন পরিচালনা করেন অতিরিক্ত পরিচালক নূরে আসমা নাদিয়া, যুগ্ম পরিচালক জি. এম. আব্দুল্লাহ্ ছালেহীন এবং যুগ্ম পরিচালক মোছাঃ তানিয়া সুলতানা। কর্মশালার প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত

অগ্নি নির্বাপণ মহড়া কার্যক্রম পরিদর্শন করেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর ও ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ, নির্বাপণ, উদ্ধার এবং জরুরি বহির্গমণে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ৭ মে ২০২৫ তারিখে অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়া কার্যক্রম পরিদর্শন করেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ ও নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক লে. কর্নেল মোঃ শামীমুর রহমানসহ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। ফায়ার ড্রিল কার্যক্রমটি সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের ফায়ার ফাইটার টিম এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক মোঃ ছালেহ উদ্দিন, সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান, উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ এনামুল হক এবং ইন্সপেক্টর ও স্টেশন অফিসারসহ প্রায় ৮০ জন ফায়ার ব্রিগেড সদস্য এই মহড়ায় অংশ নেন।

ড্রিল কার্যক্রমে নিরাপদ ইভ্যাকুয়েশন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেওয়াও ছিল এই মহড়া অন্যতম লক্ষ্য। এই মহড়ায় অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমও প্রদর্শন করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, যেমন স্পেশাল অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার গাড়ি (টার্গেট টেন্ডার) এবং স্পেশাল জাম্বুকুশন এই মহড়ায় ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে।

কম্প্রিহেন্সিভ রুরাল ফাইন্যান্স শীর্ষক গবেষণার রিপোর্ট উপস্থাপন

প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, InM এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে. মুজেরীসহ অন্য অতিথিবৃন্দ

ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM) কর্তৃক বাস্তবায়িত 'কম্প্রিহেন্সিভ রুরাল ফাইন্যান্স স্টাডি' শীর্ষক গবেষণা কর্মের দ্বিতীয় ড্রাফ্ট রিপোর্ট প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। এছাড়াও, নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ এজাজুল ইসলামসহ চিফ ইকোনোমিস্ট ইউনিটের পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও InM এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে. মুজেরী এবং আমন্ত্রিত অর্থনীতিবিদগণ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, পলিসি কাঠামো ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে একটি কার্যকরী গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে বলে বক্তব্য রাখেন। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতি ও আর্থিক সেবার সম্প্রসারণে নীতি পরিবর্তন-বাস্তবায়নে এটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

InM এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে. মুজেরী বলেন, উন্নত দেশের আলোকে এবং আমাদের দেশের বাস্তবতায় গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, ভবিষ্যতে করণীয় নিয়ে দিক-নির্দেশনা এবং কার্যকরী নীতিমালার সুপারিশ এ গবেষণায় পাওয়া যাবে। আয়োজনের শুরুতে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্য সচিব সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান গবেষণা রিপোর্টের সার্বিক বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরেন। রিসার্চ ফেলো ড. ফারহানা নার্গিস ও নাহিদ আখতার গবেষণার দ্বিতীয় ড্রাফ্ট রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। আমন্ত্রিত অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকবৃন্দ তাদের বক্তব্যে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পলিসি প্রণয়নে এ গবেষণার প্রভাব, অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তিসহ করণীয় নিয়ে মতামত তুলে ধরেন।

আরবিএস বিষয়ক অ্যাডভান্সড লেভেল কর্মশালা

আরবিএস বিষয়ক কর্মশালায় গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, গভর্নরের উপদেষ্টাদ্বয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের উদ্যোগে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সহযোগিতায় ৯-১২ এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে ব্র্যাক সিডিএম, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুরে Advanced Level Workshop on Risk Based Supervision শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, গভর্নরের উপদেষ্টা সাবেথ ইবনে সিদ্দিক ও মোঃ আহসান উল্লাহ এবং আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও আইএফসির উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন ও রেগুলেশন সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর ৭০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক।

কর্মশালার শেষদিনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন ও রেগুলেশন সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট এবং আইটি ডিপার্টমেন্ট-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতিতে 'আরবিএস-এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং বাস্তবায়নে সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের নেতৃত্ব ও ভূমিকা' শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী আরবিএস পদ্ধতিকে একটি কৌশলগত সংস্কার (Strategic Reform) হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আরবিএস কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

গভর্নর সমাপনী বক্তব্যে ব্যাংকিং খাতে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (RBS) পদ্ধতির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজরদের অর্পিত দায়িত্ব সততা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি সুশৃঙ্খল, ঝুঁকিসচেতন তদারকি কাঠামো গড়ে তোলার জন্য আরবিএস একটি অপরিহার্য উপাদান।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে বাংলাদেশে প্রচলিত সুপারভিশন পদ্ধতির পরিবর্তে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন পদ্ধতি কার্যকর করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন হতে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের আরবিএস বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (IMF), বিশ্বব্যাংক ও ব্যাংক অব থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়া, মালয়েশিয়া, ভারত ও ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা ভার্চুয়ালি সেশন পরিচালনা করেন। সেশনগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা আরবিএস ফ্রেমওয়ার্ক, মেথডোলজি, রিস্ক ম্যাট্রিক্স, জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন, আইএফআরএস-৯ (IFRS-9) প্রয়োগসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বেস্ট প্র্যাকটিস নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, বৈশ্বিক আর্থিক সংকট ও তা থেকে উত্তরণের কৌশল বিষয়ে গভর্নরের উপদেষ্টা সাবেথ ইবনে সিদ্দিক একটি বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন।

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন

আপগ্রেডেড বিডি-আরটিজিএস সিস্টেম শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মশালার প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট ১৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে Upgraded BD-RTGS System শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ শরাফত উল্লাহ খান। কর্মশালার কোর্স পরিচালক হিসেবে পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ খাইরুল এনাম দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধান অতিথি মোঃ হানিফ মিয়া তার বক্তব্যে দেশের আর্থিক খাত ও অর্থনীতির গতি বজায় রাখার জন্য পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্রে আধুনিকায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে সিস্টেমসমূহের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের পরামর্শও প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি মোঃ শরাফত উল্লাহ খান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে Upgraded BD-RTGS System চালু করায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি তিনি পেমেন্ট সিস্টেমস্রে ভবিষ্যৎ আধুনিকায়নের ক্ষেত্রেও সকলকে একইভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আরটিজিএসের সাথে সংশ্লিষ্ট ২৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পেমেন্ট সিস্টেমস্রে বিবর্তন, Upgraded BD-RTGS System এর পরিচালনা সংক্রান্ত দৈনন্দিন ত্রুটি-বিচ্যুতি, BD-RTGS System এর হালনাগাদকৃত সিস্টেম রুলস এবং ২৪/৭ ভিত্তিতে পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ খাইরুল এনাম, যুগ্মপরিচালক মুঃ শাহিনুজ্জামান এবং সহকারী পরিচালক রাশেদুল হক চৌধুরী কর্মশালার সেশনসমূহ পরিচালনা করেন।

এফডিআইপিপির উদ্যোগে সেমিনার

সেমিনারে ও এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্ট (এফডিআইপিপি) ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটের উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে খুলনার স্থানীয় একটি হোটেলে সেমিনার ও এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালক শবরী ইসলাম প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান প্রধান অতিথি এবং খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ শওকাতুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে খুলনা অফিসের পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং খুলনা অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, প্রকল্পের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পিএফআই, ঋণগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রাহক (End-borrower), জাপানের সম্ভাব্য রপ্তানিকারক, খুলনার বিভিন্ন ব্যবসায়িক চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান প্রকল্পের সফলতার জন্য ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ শওকাতুল আলম প্রকল্পটির তথ্য সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানান। প্রকল্প ব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সানাউল আলম সমু এফডিআইপিপির কর্মপরিধি ও এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের প্রক্রিয়া এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, গ্রাহক ও অংশীজনরা অংশ নেন।

এছাড়াও, অনুষ্ঠানে প্রকল্পটির দক্ষিণাঞ্চলে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা বিষয়ে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালক আসাদুল হক।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া ও কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ক্যাশলেস ব্যাংকিং, ফিনটেক অ্যান্ড ডিএফএস বিষয়ক কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে ২৭-২৯ এপ্রিল ২০২৫ Cashless Banking, Fintech & Digital Financial Services শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিস এবং তফসিলি ব্যাংক হতে মোট ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া, পরিচালক মোঃ মতিয়র রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) ও কোর্স ডিরেক্টর নাসরিন সুলতানা এবং যুগ্মপরিচালক (আইসিটি) ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর মোসাঃ সাদিকা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

সিবিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে ২৮-৩০ এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে Core Banking Solution (CBS) Features and Controls শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া, অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) ও কোর্স ডিরেক্টর মোঃ শহীদুল ইসলাম এবং উপপরিচালক (আইসিটি) ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর আজিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া ও কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক কোর্স

বিবিটিএতে Credit Risk Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০-২৪ এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে সর্বমোট ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া, পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, অতিরিক্ত পরিচালক এবং কোর্স ডিরেক্টর সরদার আরিফ মাহমুদ এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর যুগ্মপরিচালক আয়াতুন নেসা উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকের সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ

ক্যাশ অফিসারদের ৫ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

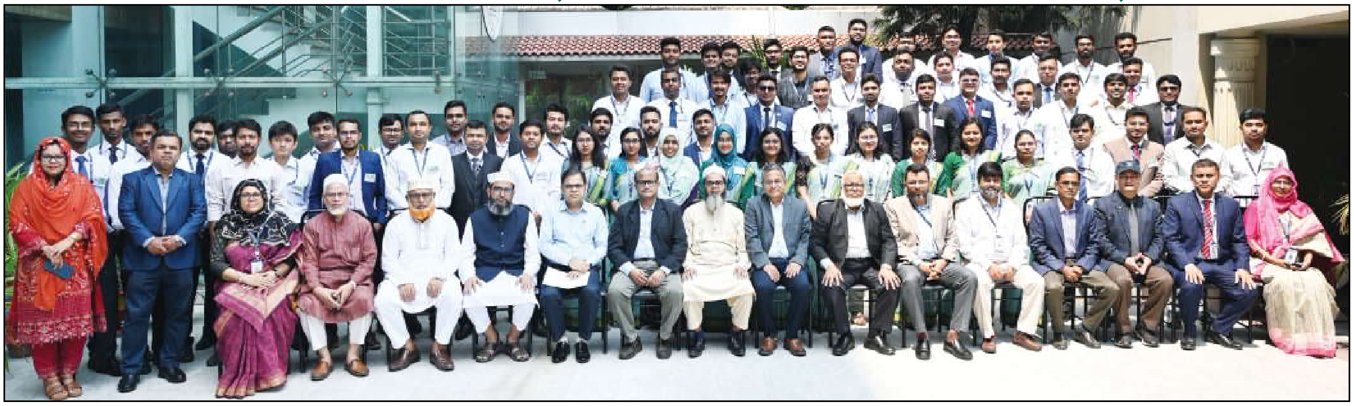

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে '৫ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: ক্যাশ অফিসার' ১ম ব্যাচ

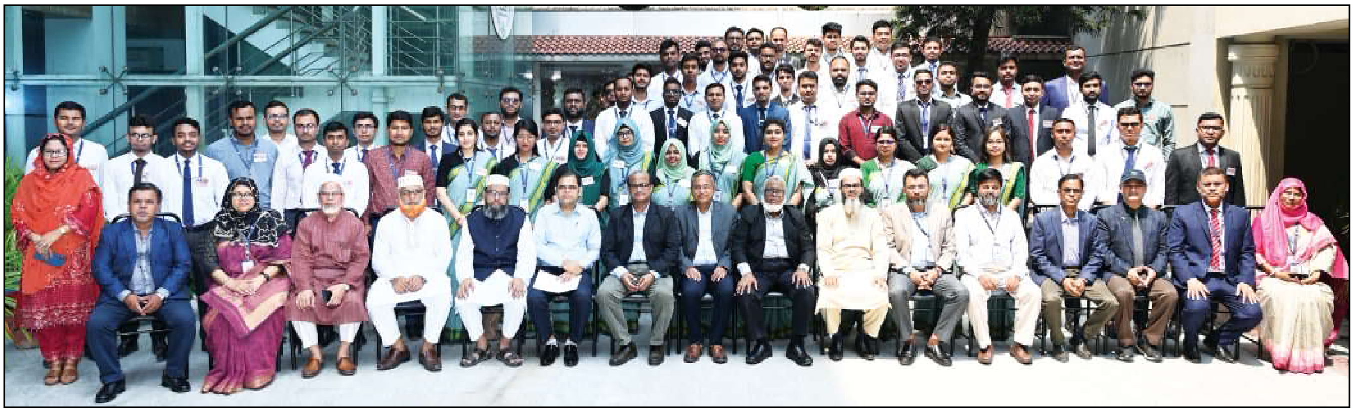

৫ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: ক্যাশ অফিসার' ২য় ব্যাচ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ৮ মে ২০২৫ তারিখে '৫ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: ক্যাশ অফিসার' -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক আবদুস সালাম মাহমুদ। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক ও অনুষদ সদস্য এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দাপ্তরিক কাজে প্রতিফলন ঘটানোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি পরিচালক আবদুস সালাম মাহমুদ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যাংকিং কার্যক্রমে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে অত্যন্ত সহায়ক বলে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চিফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালক এ বি এম আনিসুজ্জামান।

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক উত্তম কুমার মোদক ৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং একই বিভাগে বহাল হন।

উত্তর কুমার মোদক ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল ও রংপুর অফিস এবং প্রধান কার্যালয়ের অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট (বর্তমানে বিএফআইইউ), ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনভেস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তিনি সিঙ্গাপুর ও শ্রীলংকায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উত্তম কুমার মোদক টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার লুহুরিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা স্বর্গীয় শচীন্দ্র চন্দ্র মোদক ও মাতা হিরন বালা মোদক। তিনি এক পুত্র ও কন্যার জনক।

বুক রিভিউ প্রোগ্রাম

বুক রিভিউ প্রোগ্রামে পরিচালক মোঃ গোলজারে নবী বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের প্রজেকশন রুমে ২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বুক রিভিউ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের পরিচালক তাসনিম ফাতেমার সভাপতিত্বে প্রোগ্রামে Measuring Performance of Islamic Banks in Bangladesh বইয়ের ওপর রিভিউ করেন বইটির লেখক বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগের পরিচালক মোঃ গোলজারে নবী।

ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের কৌশলগত দিকনির্দেশনা বিষয়ক সভা

সভায় প্রধান অতিথি ডেপুটি ড. মোঃ কবির আহাম্মদ, বিশেষ অতিথি প্রফেসর ড. হুমায়ুন দার ও অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ইসলামী ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে The Strategic Direction of Islamic Banking in Bangladesh শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের কৌশলগত দিকনির্দেশনা সংক্রান্ত আলোচনা সভা তিনটি ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে প্রধান অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ। দ্বিতীয় অংশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন CAMBRIDGE Institute of Islamic Finance এর Director General এবং CAMBRIDGE IFA'র চেয়ারম্যান, প্রফেসর ড. হুমায়ুন দার। অনুষ্ঠানের তৃতীয় ভাগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে CAMBRIDGE Institute of Islamic Finance-এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি MoU স্বাক্ষরের ব্যাপারে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ বলেন, বাংলাদেশে ইসলামি ফাইন্যান্সের কার্যক্রম ১৯৮৩ সালের দিকে শুরু হলেও বর্তমানে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা নতুনভাবে এর গতি প্রকৃতি নিরূপণ করার চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, ইসলামি ফাইন্যান্সের প্রসার এবং ক্ষেত্র যথাযথভাবে সম্প্রসারিত করতে পারলে গ্রাহক উপকৃত হবে।

বিশেষ অতিথি ইসলামিক ফাইন্যান্স বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. হুমায়ুন দার বলেন, বাংলাদেশ বৈশ্বিক ইসলামি ফাইন্যান্সের সফল প্রসারের ক্ষেত্রে একটি ইসলামিক আর্থিক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামিক দেশের অর্থব্যবস্থার সফল অভিজ্ঞতা অনুসরণ করতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক বলেন, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের যথাযথ প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামো ও স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ও দেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ব্যাংকসমূহ এবং ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় অংশে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ ও প্রফেসর ড. হুমায়ুন দার এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং CAMBRIDGE Institute of Islamic Finance-এর মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত এই MoU এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স খাতে সক্ষমতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং কৌশলগত গবেষণার জন্য যৌথ উদ্যোগ অনুসন্ধান ও বাস্তবায়ন করা। এই সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা এবং দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জ্ঞান বিনিময়কে আরও উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হয়।

খুলনা অফিস

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স অ্যান্ড অফশোর ব্যাংকিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ

খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ শওকাতুল আলম, কোর্স পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স অ্যান্ড অফশোর ব্যাংকিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ৮-১০ এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে খুলনা অফিসের ১০ জন কর্মকর্তা এবং ২৮টি তফসিলি ব্যাংকের ৩৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ শওকাতুল আলম। অনুষ্ঠানে অফিসের পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, কোর্স ডিরেক্টর ও পরিচালক (বিবিটিএ) শাকিল এজাজ, কোর্স সমন্বয়কারী ও অতিরিক্ত পরিচালক (বিবিটিএ) মুহাম্মদ মারুফ আলম সুফিয়ানী উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে খুলনা অফিসের পরিচালক (পরিদর্শন) প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

রংপুর অফিস

বৈশাখী উৎসব উদযাপন

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সপরিবার অংশগ্রহণে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২-কে আড়ম্বরে বরণ করে নেয়া হয়। দিনব্যাপী বৈশাখী উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম। মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অফিসের ছাদবাগানে বৈশাখী পণ্য ও বাঙালি ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল প্রদশর্নীর আয়োজন করেন। এছাড়াও, উপস্থিত সকলের মধ্যে মৌসুমী ফল বিতরণ করা হয়। অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং পরিবারের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বৈশাখী উৎসবে সপরিবারে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সাথে নির্বাহী পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম

নির্বাহী পরিচালক বদলিপ্রাপ্ত পরিচালককে ক্রেস্ট প্রদান করেন

নির্বাহী পরিচালক যোগদানকৃত পরিচালককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান

বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের পরিচালক সরদার আল এমরানের বগুড়া অফিসে বদলি এবং প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক মোঃ এমদাদুল হকের রংপুর অফিসে যোগদান উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে পরিচালক মোঃ ওবায়েদ উল্যা চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সভাপতি বদলিপ্রাপ্ত ও যোগদানকৃত অতিথিকে ফুল, ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন।

বগুড়া অফিস

মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক Money and Banking Data Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০-২২ এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসে আয়োজিত হয়। বাংলাদেশে কার্যরত বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক হতে আগত মোট ৩৮ জন কর্মকর্তা কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বগুড়া অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, কোর্স ডিরেক্টর ও পরিচালক (বিবিটিএ) একেএম সাইদুজ্জামান এবং কোর্স সমন্বয়কারী সহকারী পরিচালক এ. টি. এম. আহাসানুল হক উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বগুড়া অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য অতিথি

বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টারে ‘নিরাময়’ সফটওয়্যার উদ্বোধন

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে নিরাময় সফট্‌ওয়্যারের উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে আরও আধুনিক ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ‘নিরাময়’ নামে একটি নতুন সফটওয়্যারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ১১ মে ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মতিঝিল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক, নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ, চিফ মেডিকেল অফিসার ড. শেখ রাফিউল্যাহ্। এছাড়াও মতিঝিল অফিস, প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট ১ ও ২ এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, মেডিকেল সেন্টারের ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, নার্সসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী আধুনিক যুগে ডিজিটালাইজেশনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে যেকোনো সেবাকে আরও সহজ ও জনবান্ধব করা সম্ভব। ‘নিরাময়’ সফটওয়্যারটি সেই লক্ষ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আরও সহজে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘নিরাময়’ সফটওয়্যারের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক সফটওয়্যারটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেমন বাসা থেকে অনলাইনে তাদের মোবাইলের মাধ্যমে ডাক্তার দেখানোর জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারবেন, তেমনি মেডিকেল সেন্টারে ওষুধের সঠিক হিসাব রাখা এবং রোগীদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেজ তৈরি করাও সম্ভব হবে বলে জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক আমজাদ হোসেন খাঁন বলেন, আমরা বিশ্বাস করি নিরাময় সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টারের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। ভবিষ্যতে এতে আরও কার্যকরী কী কী বিষয় যুক্ত করা যায় তা নিয়েও মতিঝিল অফিস, প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট ও আইটি ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে বলে জানান। এসময় তিনি কাজটি সফলভাবে সম্পাদন করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে সাইবার সিকিউরিটি ইউনিটের পরিচালক মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম সরকার বলেন, ‘নিরাময়’ সফটওয়্যারটি চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন যুগে প্রবেশ করলো। এটির ব্যবহার ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে জানিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে প্রতিনিয়ত আপডেট ও নতুন ফিচার যুক্ত করার কথা জানান।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের শুরুতে নিরাময় সফটওয়্যারটির নানা দিক নিয়ে আইসিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে বাসা থেকে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া, ওষুধ সিলিং এর তথ্য জানা এবং প্রত্যেক মেডিকেল ফাইলের একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, প্রবন্ধ, ফিচার, কলাম, গল্প এবং অনুগল্প, ধারাবাহিক গল্প, পদ্য, কবিতা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আঁকা ছবি, নিজের তোলা বিষয়ভিত্তিক ফটোগ্রাফি ও ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : aziza.begum@bb.org.bd।

বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার: স্বাস্থ্যসেবায় এক অনন্য আস্থার নাম

বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার, যা তার কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার এক অবিচল ভরসাস্থল, সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ায় সেখানে প্রতিনিয়ত সেবা আরও সহজ হচ্ছে। নতুনভাবে চালু হওয়া 'নিরাময়' সফটওয়্যারের পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে এই সেন্টারটি প্রমাণ করেছে, জীবন যেখানে নির্ভরতা পায়, সেখানে সেবার মানোন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি সমন্বিত এবং সুসংগঠিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মীদের মাঝে অন্যতম দৃষ্টান্তমূলক সেবার মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি গড়ে তুলেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার তার আওতাভুক্ত সকল সদস্যকে প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে বহির্বিভাগীয় পরামর্শ, রোগ নির্ণয় এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে চলেছে। সামনের দিনে অত্যাধুনিক, নতুন এবং ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে রোগীরা বাসা থেকেই ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবেন, যা দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর কমিয়ে আনবে এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে আরও মসৃণ করবে। এসব প্রযুক্তির ব্যবহার সেন্টারটির চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কেবল সহজই করেনি বরং রোগীদের ডেটাবেজ সংরক্ষণেও এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে, যা ভবিষ্যতের উন্নত স্বাস্থ্য পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী মহামারি ছড়িয়ে পড়লে সেই দুর্যোগময় মুহূর্তেও মেডিকেল সেন্টার ও এখানকার কর্মকর্তা ও স্টাফ-নার্স-ডাক্তারগণ ছিলেন তৎপর। করোনা চিকিৎসা সহায়তা দিতে গিয়ে সেসময় মিজানুর রহমান নামে একজন নিবেদিত প্রাণ ডাক্তার মৃত্যুবরণ করেন। অফিস-আদালত সব বন্ধ থাকলেও মেডিকেল সেন্টারের সেবা-পরামর্শ সার্বক্ষণিক পাওয়া যেত। এজন্য ইমার্জেন্সি রোস্টার, ২৪ ঘন্টা টেলিফোন সেবা দেয়া, মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে রেফার-ভর্তি, তাদের চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণের কাজ, ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের অক্সিজেন সাপোর্ট, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্রুপ করে সার্বক্ষণিক কনসালটেশন প্রদান ছিল প্রশংসনীয়।

মেডিকেল সেন্টারের সেবার মানোন্নয়নে কর্তৃপক্ষ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। ডাক্তার ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রোগীদের মতামতকে সবসময় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, মেডিকেল সেন্টারটি একটি কর্মকর্তা/রোগীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে প্রতিটি রোগী স্বাচ্ছন্দ্য এবং আস্থার সাথে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন।

পুরুষ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নারী কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার বিশেষভাবে সংবেদনশীল। এখানে নারী ডাক্তার এবং সেবিকা দ্বারা পরিচালিত একটি নারীবান্ধব চিকিৎসা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে নারীরা তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক যেকোনো সমস্যায় সংকোচহীনভাবে আলোচনা ও চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন। মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য নারী-নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, যা নারীদের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারী কর্মকর্তা উপপরিচালক সাবেকুন নাহার শিরিন বলেন- বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টারে নারীদের জন্য যে বিশেষ স্বাস্থ্য চিকিৎসা সুবিধা আছে, তা অতুলনীয়। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরামর্শ এখানে খুব সহজেই পাওয়া যায়, যা আমাদের কর্মজীবনে অনেক স্বস্তি এনে দেয়। এমনকি করোনার সময় যখন অন্য কোনো হাসপাতালে আমি গর্ভাবস্থা থাকাকালীন চিকিৎসা সেবা পাচ্ছিলাম না, তখনও এই সেন্টারের ডাক্তার ও নার্সদের সেবা পেয়েছি। এখানে শিশুদের উপযোগী একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ এবং বিশেষজ্ঞ শিশু চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা পরামর্শ নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণ অসুস্থতা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সকল পরামর্শ দেয়ার জন্য এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার রয়েছেন।

শুধুমাত্র কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাই নন, তাদের নির্ভরশীল সদস্যরাও এই মেডিকেল সেন্টারের সেবার আওতায় রয়েছেন। বাবা-মা, স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য এখানে একটি সুসংগঠিত স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। যেকোনো নির্ভরশীল সদস্যের জন্য দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা পরিবারের সকল সদস্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক অনন্য নির্ভরতা প্রদান করে। এই সমন্বিত উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টারকে একটি সত্যিকারের কর্মীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

বিবি মেডিকেল সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের মাঝে ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন

অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক আলাল উদ্দিনের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়- ওষুধ দেয়ার কাউন্টারে সব সময় ভিড় লেগে থাকে। তাই কাউন্টার বাড়ানো ও কাউন্টারে সেবা দেয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যাও বাড়ানো দরকার বলে মনে করেন তিনি।

অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক আব্দুস সালম জানান, মেডিকেল সেন্টারে সেবাপ্রাপ্তি অবসর জীবনে বিশাল পাওয়া। কাউন্টারে ডিসপ্লে-বোর্ড লাগানো হয়েছে। তিনি মনে করেন, এখন আগের চেয়ে সেবা পাওয়া আরও আধুনিক ও ঝামেলাহীন হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাসির উদ্দিন বলেন, লম্বা লাইন এড়িয়ে চলার জন্য টোকেন সিস্টেম কার্যকর হতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান কর্মকর্তাদের মতামত থেকে মেডিকেল সেন্টারের সুযোগ আরও বাড়ানো, সেন্টারেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, ফিজিওথেরাপি বা ছোটখাটো স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য যদি আলাদা ডেস্কের ব্যবস্থার কথা উঠে এসেছে। অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট বা ঔষধের সহজলভ্যতা সম্পর্কে নোটিফিকেশন সিস্টেম চালু করলে সেবাপ্রার্থীরা আরও সহজে তথ্য জানতে পারবেন। এছাড়াও উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়- সেবা প্রত্যাশীর তুলনায় ডাক্তার অনেক কম। মাঝে মাঝে সার্ভারের সমস্যার কারণে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা প্রেসক্রিপশন পেতেও ভোগান্তি হয়।

মেডিকেল সেন্টারের অন্যান্য কর্মকর্তার মতো অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ মেডিকেল অফিসার রাতিফ আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুনামের সাথে অনেক বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ডিসপেনসারি হতে মেডিকেল সেন্টারেরও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আনা হচ্ছে। তবে ডাক্তারদের দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ ও ব্যাংকের অন্য কর্মকর্তার মতো পেশাসংশ্লিষ্ট উচ্চতর ডিগ্রি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সহযোগিতার হাত বাড়ালে সেন্টারটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চাহিদা পূরণে সহায়ক হতো বলে মত দেন তিনি।

বর্তমানে মেডিকেল সেন্টার যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে তার মধ্যে সিলিং বহির্ভূত ও বর্ধিত সিলিং এর কলেবর বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ও তাদের উপর নির্ভরশীল পোষ্যদের কেন্দ্র করে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা আগের তুলনায় আরও তীব্রতর হয়েছে। বর্তমানে সেন্টার এর কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য হলো সিলিং বহির্ভূত রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওষুধের মাত্রা, প্রয়োগ ও সেবন বিধিতে বহু পরিবর্তন নিয়ে আসা। তাছাড়া ৫০ তদূর্ধ্ব হেলথ চেক-আপ, ইমার্জেন্সি নার্সিং সেবা, জরুরি ক্ষেত্রে ইসিজি সেন্টার আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সমন্বিত চিকিৎসা সেবা প্রদান এই সেন্টারের একটি অসম্ভব চ্যালেঞ্জ জানা সত্ত্বেও সেন্টার তার যথাসাধ্য চেষ্টা পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়েছে। সর্বোপরি ডিজিটাল ডিসপ্লে, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ব্যানার, রোগীদের অনেক উপকারে আসছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, মেডিকেল সেন্টারের পরিধি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। পাশাপাশি সকলের সম্মিলিত চেষ্টা, আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই পারে চিকিৎসা কেন্দ্রকে সর্বাত্মকভাবে একটি যুগোপযোগী আধুনিক, গতিশীল সেন্টারে রূপ দিতে।

■ ***পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক***

মেডিকেল সেন্টারের সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা নিয়ে চিফ মেডিকেল অফিসার

বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার বর্তমানে কী কী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে? ভবিষ্যতে এই সেবার পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা বিষয়ে জানতে চাই-

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার মূলত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, বহির্বিভাগীয় পরামর্শ, সাধারণ রোগ নির্ণয় এবং কিছু ক্ষেত্রে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। আমরা ভবিষ্যতে ডায়াগনস্টিক সুবিধা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা যেমন- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং চক্ষু উইং চালু করার পরিকল্পনা করছি। এছাড়াও, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার উপর জোর দেওয়া হবে।

মেডিকেল সেন্টারে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ব্যবহার কতটা হচ্ছে? নতুন প্রযুক্তি সংযোজনের কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

আমরা আমাদের সাধ্যমতো আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে ডিজিটাল এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাফি, এমআরআই, সিটি স্ক্যান এবং উন্নত ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়াকে আরও নির্ভুল ও দ্রুত করবে। ফিজিওথেরাপি ও ভ্যাকসিনেশন উইং যুক্ত করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেডিকেল সেন্টারের সেবার মানোন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যদি বলতেন-

সেবার মানোন্নয়নের জন্য আমরা নিয়মিতভাবে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করি। রোগীদের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হলো একটি রোগীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা এবং আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই মেডিকেল সেন্টার কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে?

বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। এটি শুধু তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাই নিশ্চিত করে না বরং দ্রুত রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বজায় রাখতেও সহায়তা করে। এছাড়া, এটি স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সুস্থ কর্মপরিবেশ গঠনেও অবদান রাখছে। পাশাপাশি রোগ অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা নেয়া প্রয়োজন হলে পরিবারের অন্য সদস্যেরও চিকিৎসার প্রয়োজন কি-না এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

চিফ মেডিকেল অফিসার ড. শেখ রাফিউল্যাহ্

পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত হাসপাতালে উন্নীত করার সম্ভাবনা থাকলে জানতে চাই-

আসলে আমাদেরও লক্ষ্য এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত হাসপাতালে উন্নীত করা, যেখানে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে সব ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা সম্ভব হবে। এছাড়া, এখানে মেডিকেল গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাদানেও ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন এখানে রোগ ও রোগীদের বস্তুনিষ্ঠ ডাটা-ফাইল রয়েছে; যা থেকে মেডিকেল সংশ্লিষ্ট গবেষকরা তথ্য ব্যবহার করতে পারেন।

সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনায় চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশল বিষয়ে বলবেন কি?

কিছু চ্যালেঞ্জ তো অবশ্যই রয়েছে। যেমন- দক্ষ জনবলের অভাব এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক সীমাবদ্ধতা। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় আমরা পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা করছি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি।

■ *সাক্ষাৎকার গ্রহণে : গোলাম রাব্বী, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

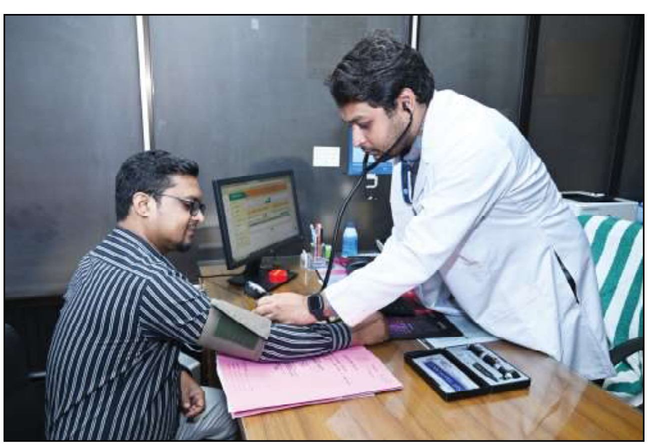

চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন সেন্টারের চিকিৎসকরা

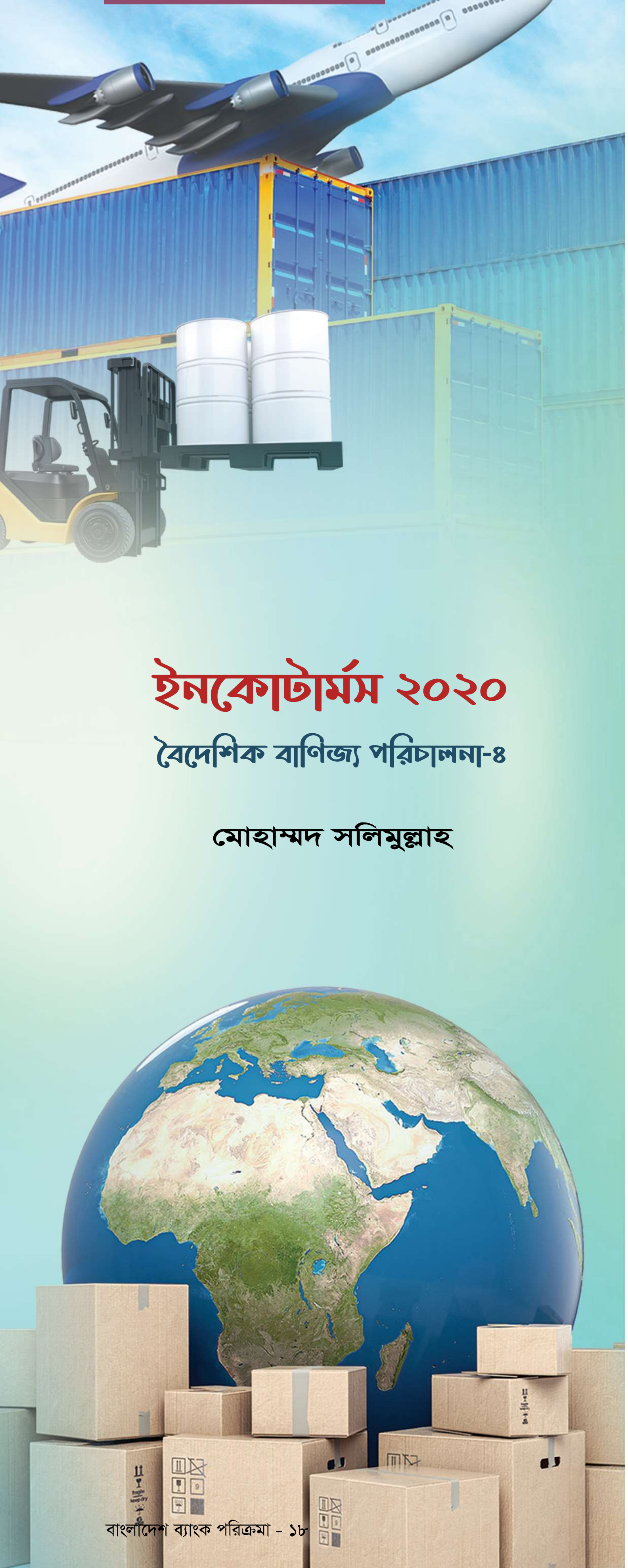

ইনকোটার্মস ২০২০

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা-৪

মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক ছাড়াও একাধিক দেশের ব্যাংক, বন্দর, শুল্ক কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন পরিবহন সংস্থা, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট জড়িত থাকে। তারা বাণিজ্যের বিভিন্ন স্তরে ব্যয় ও ঝুঁকিজনিত নানা জটিলতায় পড়ে যায়। এ সকল জটিলতাকে সহজ করে কোন পর্যায়ে কোন পক্ষ কতটুকু ব্যয় ও ঝুঁকি বহন করবে- এ বিষয়ে International Chamber of Commerce (ICC) সমাধান করে দেয়। এভাবে আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড শর্তের সেট বা Terms-B হলো INCOTERMS। এর পূর্ণরূপ হলো International Commercial Terms. এ সকল টার্ম কেবল চুক্তির সাথে সম্পর্কিত, কোনোভাবে পণ্যের মূল্য ও তার পরিশোধ পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত নয়। এগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বহুল ব্যবহৃত হলেও স্থানীয় বাণিজ্যের জন্যও এসব প্রযোজ্য।

তিন-অক্ষরে গঠিত এ সকল শব্দ-সংক্ষেপ বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য সরবরাহ সম্পর্কিত দায়, খরচ ও ঝুঁকি স্পষ্টভাবে জানানোর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এতে বাণিজ্যিক লেনদেনের বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্য চালানের ব্যবস্থা ও দায় হস্তান্তরে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়। তাই, বিশ্বব্যাপী সরকার, আইনি কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক আইনজীবী, আদালত ও ট্রেড কাউন্সিল এদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ICC সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালে এ ধরনের নীতিমালা প্রকাশ করে। এরপর ১৯৩৬ সালে সর্বপ্রথম ইনকোটার্মস নামে নীতিমালা প্রকাশ করে। তারপর, ১৯৫৩, ১৯৬৭, ১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৯০, ২০০০, ২০১০ ও সর্বশেষ ২০১৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর 'ইনকোটার্মস ২০২০' প্রকাশ করেছে।

ইনকোটার্মস ২০২০ এর বৈশিষ্ট্য

ইনকোটার্মস ২০২০ সংস্করণে ১১টি টার্ম সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এতে ২০১০ সংস্করণের একটি নিয়ম- DAT (Delivered at Terminal) এর পরিবর্তে নতুন টার্ম- DPU (Delivered at Place Unloaded) আনয়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, পূর্ববর্তী CIF ও CIP বহাল রাখা হয়েছে কিন্তু তাদের অধীনে প্রদত্ত বীমার আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবার, পূর্ববর্তী সংস্করণে ইনকোটার্মস চার ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্তু ইনকোটার্মস ২০২০ এর ১১টি নিয়মকে সরবরাহ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রথম সাতটি নিয়ম সকল পরিবহন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অপর চারটি নিয়ম জলপথে পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী সংস্করণে পণ্য হস্তান্তরকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি কিন্তু ইনকোটার্মস ২০২০ তা আনুষ্ঠানিকভাবে সংজ্ঞায়িত (পণ্যের ঝুঁকি সুস্পষ্টভাবে বিক্রেতা থেকে ক্রেতার কাছে চলে যাওয়া) করা হয়েছে।

ইনকোটার্মস ২০২০-এ সংজ্ঞায়িত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দঃ ইনকোটার্মস ২০২০-এ কিছু নির্দিষ্ট শব্দের বিশেষ অর্থ রয়েছে যা জানা আবশ্যক। এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দ নিচে সংজ্ঞায়িত করা হলো:

Delivery: পণ্য লেনদেনের সেই অবস্থান বিন্দু যেখানে পণ্যের ক্ষতি বা ক্ষতির ঝুঁকি বিক্রেতা থেকে ক্রেতার নিকটে স্থানান্তরিত হয়।

Arrival: ইনকোটার্মে উল্লিখিত অবস্থান বিন্দু- যে পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে।

Free: বিক্রেতার উপর পণ্য হস্তান্তরের নির্ধারিত স্থানে Carrier এর কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা।

Carrier: কোনো ব্যক্তি যিনি পরিবহন চুক্তিতে- রেল, সড়ক, আকাশ, সমুদ্র, অভ্যন্তরীণ জলপথ বা এ জাতীয় কোনো পন্থার সংমিশ্রণে পরিবহন সম্পাদন করেন বা সম্পাদনে চুক্তিবদ্ধ হন।

Freight Forwarder: যে সংস্থা পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করে বা সহায়তা করে।

Terminal: উল্লিখিত বা অনুল্লিখিত কোনো স্থান, যেমন-ডক, গুদাম, কন্টেইনার ইয়ার্ড বা সড়ক, রেল বা বিমান কার্গো টার্মিনাল।

To clear for Export: জাহাজের রপ্তানি ঘোষণা দাখিল করা এবং রপ্তানি অনুমতিপত্র গ্রহণ করা।

সাধারণ সাতটি টার্মের পরিচয় ও উপযোগিতা

EXW – Ex Works (পণ্য হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট স্থান): এই ট্রেড টার্মের আওতায় বিক্রেতা শুধু নিজ প্রাঙ্গণে বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে পণ্য প্রস্তুত রাখেন। আর, ক্রেতা তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পণ্য পৌঁছানোর ঝুঁকি গ্রহণ করে। কোনো ব্যয় অন্তর্ভুক্ত না করে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই টার্ম ব্যবহার করা হয়।

এতে ক্রেতার উপর সর্বাধিক বাধ্যবাধকতা ও বিক্রেতার উপর ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা বর্তায়। এখানে বিক্রেতার জন্য পরিবহন সংক্রান্ত কোনো চুক্তি করার বাধ্যবাধকতা নেই। বিক্রেতা পরিবহনে পণ্য লোড করে না এবং রপ্তানির ছাড়পত্রও গ্রহণ করেন না। সাধারণভাবে, নির্ধারিত স্থান থেকে ক্রেতা তার পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করেন এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট হতে পণ্য খালাসের ব্যবস্থা করেন। সমস্ত রপ্তানি দলিলাদি সম্পন্ন করার দায়িত্বও ক্রেতার উপর থাকে। এমনকি, ক্রেতার খরচ ও অনুরোধেও বিক্রেতার উপর তথ্য ও নথিপত্র সংগ্রহ করার বাধ্যবাধকতা বর্তায় না। ক্রেতা চাইলে তা ক্রেতার ঝুঁকি ও খরচে ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট শব্দাবলী যোগ করে তা স্পষ্ট করে নিতে হবে।

এই টার্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুই ধরনের সমস্যা হতে পারে। প্রথমত, রপ্তানি ঘোষণাপত্র সম্পন্ন করার শর্ত কিছু দেশে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে যেখানে শুল্ক আইন অনুসারে ঐ দেশের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানির যাবতীয় ঘোষণা সম্পন্ন করার আবশ্যকতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ক্রেতা যদি ঐ দেশের আইনি আওতার বাইরে থাকেন, তাহলে তিনি/তারা রপ্তানির জন্য পণ্য ছাড়পত্র দিতে পারবেন না; ফলে, ক্রেতাকে বিক্রেতার নামে পণ্য রপ্তানির ঘোষণা করতে হবে, যদিও EXW টার্মের অধীনে রপ্তানি আনুষ্ঠানিকতা ক্রেতার দায়িত্বে থাকে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ দেশে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুল্ক-সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে রপ্তানির যাবতীয় প্রমাণ দাখিল করতে হয়। কিন্তু EXW রপ্তানির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণ সরবরাহ করার, এমনকি পণ্য রপ্তানি করারও কোনো বাধ্যবাধকতা ক্রেতার উপর বর্তায় না।

FCA – Free Carrier (সুনির্দিষ্ট স্থানে পণ্য হস্তান্তর): এই টার্মের অধীনে বিক্রেতা তার রপ্তানির ঘোষিত পণ্য সম্ভাব্য নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে হস্তান্তর করেন। পণ্যটি ক্রেতা বা তার মনোনীত পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিবহনে সরবরাহ করা যেতে পারে। এতে পণ্যের ঝুঁকি জাহাজে পণ্য লোডের স্থানের পরিবর্তে তা হস্তান্তরের নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত হয়। পণ্য যদি বিক্রেতার অবস্থান অথবা বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো অবস্থানে সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে ক্রেতার নির্ধারিত পরিবহনে পণ্য লোড করার জন্য বিক্রেতা দায়বদ্ধ থাকবে। তবে, পণ্যের সরবরাহ যদি অন্য কোনো স্থানে সম্পন্ন হয় সেক্ষেত্রে পরিবহন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোমাত্র বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করেছেন হিসেবে ধরে নেয়া হবে; তখন ক্রেতা পণ্য আনলোড এবং নিজের পরিবহনে লোডিং করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

CPT – Carriage Paid To (সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের নাম): নন-কন্টেইনারাইজড সামুদ্রিক পরিবহন ব্যতীত অন্য সব পরিবহনের ক্ষেত্রে C&F ও CFR টার্মের পরিবর্তে CPT টার্ম ব্যবহৃত হয়। এই টার্মের অধীনে বিক্রেতা পণ্যের নির্ধারিত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পরিবহন খরচ বহন করে। তবে, পণ্যটি প্রথম বা প্রধান পরিবহনের কাছে হস্তান্তর করা হলেই তা সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। ফলে, রপ্তানিকারকের দেশে জাহাজীকরণের স্থানে পরিবহনে পণ্য হস্তান্তর করামাত্র ঝুঁকি ক্রেতার প্রতি স্থানান্তরিত হয়। রপ্তানি ছাড়পত্র ও সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে (চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল, যেমন-ক্রেতার অবস্থান অথবা গন্তব্য বন্দর। তবে, এটি ক্রেতা ও বিক্রেতা-উভয়ের সম্মতিতে হতে হবে) পরিবহনের খরচসহ যাবতীয় খরচের জন্য বিক্রেতা দায়বদ্ধ থাকবে। ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে দিয়ে বীমা কভারেজ করিয়ে নিতে চান সেক্ষেত্রে CIP টার্ম ইনকোটার্ম বিবেচনা করা উচিত।

CIP – Carriage and Insurance Paid to (সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল): এই টার্ম মোটামুটি পুরোটাই উপরোক্ত CPT টার্মের অনুরূপ; তবে, একটু পার্থক্য হলো- বিক্রেতাকে পণ্যের পরিবহনকালে বীমা করতে হবে। CIP সকল ধরনের পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, যেখানে CIF কেবল নন-কন্টেইনারাইজড সামুদ্রিক পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। CIP অনুসারে বিক্রেতাকে চুক্তিমূল্যের ১১০% বীমা করতে হবে- যদি না উভয় পক্ষের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বীমাহার সম্মত হয়। বীমা পলিসি চুক্তিতে উল্লিখিত একই মুদ্রায় হতে হবে এবং ক্রেতা, বিক্রেতা ও পণ্যের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা অপর যেকোনো পক্ষ দাবি উপস্থাপনে অধিকারী হতে হবে।

DPU – Delivered At Place Unloaded (সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল): এই টার্মের অধীনে বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে আনলোডকৃত পণ্য হস্তান্তর করতে হবে। পণ্য গন্তব্য বন্দর বা টার্মিনালে পৌঁছানো পর্যন্ত বিক্রেতা যাবতীয় পরিবহন খরচ (রপ্তানি ফি, পরিবহন, গন্তব্য বন্দরে পরিবহন থেকে আনলোড ও গন্তব্য বন্দরের চার্জ) বহন করে এবং যাবতীয় ঝুঁকি গ্রহণ করে। টার্মিনাল বলতে বন্দর,

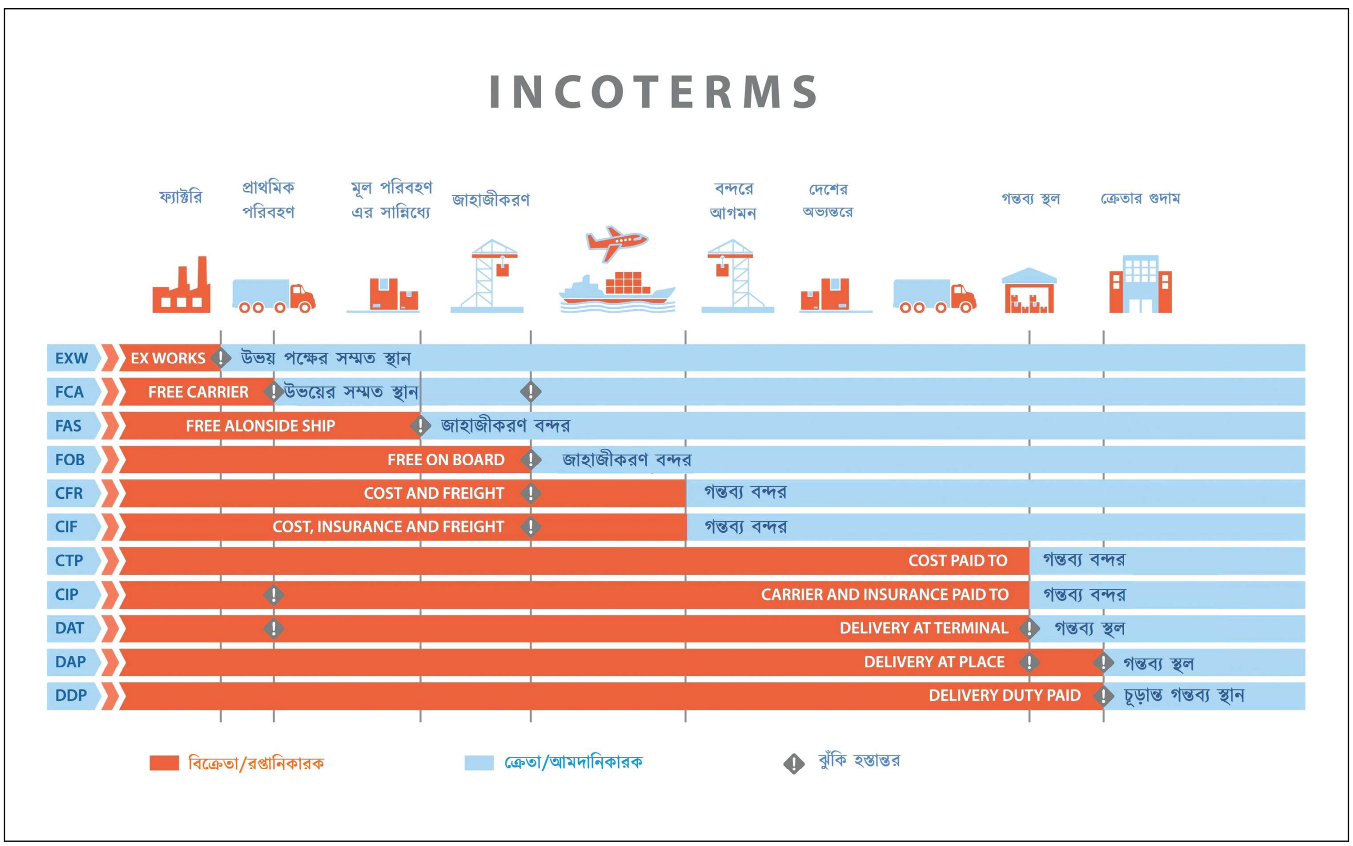

বিমানবন্দর বা অভ্যন্তরীণ ইন্টারচেঞ্জ হতে পারে, যেখানে পণ্য চালান গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। তবে, বিক্রেতা যদি আনলোডিং এর ব্যবস্থা করতে সক্ষম না হন সেক্ষেত্রে তার DAP টার্ম বিবেচনা করা উচিত। আনলোডিং এর পরে সমস্ত ব্যয় (যেমন- আমদানি শুল্ক, কর, শুল্ক ও পরিবহন ব্যয়) ক্রেতাকে বহন করতে হবে। কিন্তু টার্মিনালে কোনো বিলম্ব বা দুর্ঘটনার চার্জ সাধারণত বিক্রেতা বহন করবে। ইনকোটার্মস-২০২০ এ 'unloaded' শব্দটি কিছু অনিশ্চয়তার তৈরি করেছে। যেমন- সাধারণত সমুদ্রপথে কন্টেইনারে পণ্য সরবরাহ করা হলে আগত জাহাজ থেকে কন্টেইনার নামানোর অর্থ হলো- তা 'আনলোড করা হয়েছে', অথচ, পণ্য যতক্ষণ কন্টেইনারে রয়েছে ততক্ষণ তা বাস্তবে আনলোড হয়নি।

DAP – Delivered At Place (সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল): ইনকোটার্মস ২০১০ অনুসারে DAP এর অধীনে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে জাহাজ আগমনের পর ক্রেতার আয়ত্তে খালাসের জন্য প্রস্তুত পরিবহনে বিক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করতে হতো। এখন এই টার্মের অধীনে পণ্যের ঝুঁকি চুক্তিতে উল্লিখিত গন্তব্যস্থলেই বিক্রেতা থেকে ক্রেতার কাছে চলে যায়। পণ্য পরিবহনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে তা নিরাপদে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিক্রেতা নিজ খরচে প্রয়োজনীয় প্যাকিং সম্পন্ন করে। রপ্তানিকারকের দেশে পণ্য ছাড়করণের সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনগত বাধ্যবাধকতা বিক্রেতা তার নিজস্ব খরচ ও ঝুঁকিতে সম্পন্ন করে। গন্তব্য দেশে পণ্য পৌঁছানোর পর ক্রেতাকে আমদানিকারক দেশের শুল্ক ক্লিয়ারেন্স, যেমন- ইমপোর্ট পারমিট, শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় নথিপত্র, শুল্ক ও কর ইত্যাদি সম্পন্ন করতে হয়। এক্ষেত্রে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত সমস্ত পরিবহন খরচ ও টার্মিনাল খরচ বিক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে আনলোডিং এর প্রয়োজনীয় খরচ ক্রেতাকে বহন করতে হয়।

DDP – Delivered Duty Paid (সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল): এই টার্মের অধীনে বিক্রেতা ক্রেতার দেশে পণ্য সরবরাহ করা এবং আমদানি শুল্ক ও কর পরিশোধসহ পণ্য গন্তব্যে পৌঁছানোর সমস্ত খরচ বহন করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে কিন্তু পণ্য আনলোডিং এর জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না। এই টার্ম বিক্রেতার উপর সর্বাধিক ও ক্রেতার উপর ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পণ্য হস্তান্তর না করা পর্যন্ত ক্রেতার উপর কোনো ঝুঁকি বা দায় হস্তান্তর হবে না। এই টার্মের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো- ক্রেতার দেশে শুল্ক ও কর পরিশোধ-সাপেক্ষে শুল্ক কর্তৃপক্ষ হতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও নিবন্ধন করে পণ্য খালাসের জন্য বিক্রেতা দায়বদ্ধ থাকে। এজন্য ক্রেতার দেশের আইন ও বিধি খুব ভালোভাবে জানা না থাকলে DDP টার্ম অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ও অতিরিক্ত খরচের বড় ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে। তাই, এই টার্ম সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

সমুদ্র ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের চারটি টার্মের বিবরণ

সম্পূর্ণ জলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে Incoterms ২০২০-এ চারটি টার্ম সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। স্মর্তব্য, এ চারটি টার্ম সাধারণভাবে শিপিং কন্টেইনারে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, পণ্য যখনই জাহাজে লোড করা হয় তখনই তার ঝুঁকি ও দায় হস্তান্তর হয়ে যায়। আর, পণ্য যদি শিপিং কন্টেইনারে সিলড্ করা থাকে সেক্ষেত্রে পণ্যের অবস্থা যাচাই করা অসম্ভব হয়ে যায়।

FAS – Free Alongside Ship (জাহাজীকরণের সুনির্দিষ্ট বন্দর): এই টার্ম কেবল নন-কন্টেইনারাইজড সামুদ্রিক পরিবহন ও অভ্যন্তরীণ জলপথের জন্য প্রযোজ্য হবে। এই টার্মের অধীনে বিক্রেতা পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট বন্দরে ক্রেতার জাহাজের পণ্য উপস্থিত করলে সরবরাহ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ক্রেতাকে সেই মুহূর্ত থেকে পণ্যের ক্ষতি বা বিনষ্টের যাবতীয় খরচ ও ঝুঁকি বহন করতে হবে। এই টার্মের অধীনে বিক্রেতাকে রপ্তানি পণ্যের ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করতে হয়, যেখানে পূর্ববর্তী সকল ইনকোটার্মস সংস্করণে ক্রেতাকে রপ্তানির জন্য ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করতে হতো। তবে, যদি সকল পক্ষ সম্মত হয় যে, ক্রেতা রপ্তানি পণ্যের ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করবে সেক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ যুক্ত করে তা নিশ্চিত করে নিতে হবে।

FOB – Free on Board (জাহাজীকরণের সুনির্দিষ্ট বন্দর): এই টার্মের অধীনে পণ্য জাহাজে অনবোর্ড করা পর্যন্ত বিক্রেতা সমস্ত খরচ ও ঝুঁকি বহন করে। চুক্তিবদ্ধ পণ্য জাহাজে স্পষ্টভাবে আলাদা করে রাখা অথবা চুক্তির পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করে না রাখা পর্যন্ত বিক্রেতার বাধ্যবাধকতা শেষ হয় না। এজন্য, FOB চুক্তির অধীনে বিক্রেতাকে এমন একটি জাহাজে পণ্য সরবরাহ করতে হয় যা ক্রেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট বন্দরে প্রচলিত পদ্ধতিতে মনোনীত করা হয়। এক্ষেত্রে, বিক্রেতাকে অবশ্যই রপ্তানি ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে, ক্রেতা সামুদ্রিক পরিবহনের খরচ, বিল অব লেডিং ফি, বীমা, আনলোডিং ও আগমন বন্দর থেকে গন্তব্য পর্যন্ত পরিবহন খরচ বহন করে। Incoterms ১৯৮০-তে FCA চালু করার পর থেকে FOB কেবল নন-কন্টেইনার সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহনের জন্য ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে, FOB সাধারণত ভুলভাবে সকল ধরনের পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যদিও এতে চুক্তির অধীনে ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। অবশ্য, কিছু দেশে FOB সমুদ্রপথে বৈদেশিক পরিবহন ছাড়াও অভ্যন্তরীণ পরিবহনে যে কোনো জাহাজ, গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহনের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

CFR – Cost and Freight (সুনির্দিষ্ট গন্তব্য বন্দর): এই টার্মের অধীনে বিক্রেতাকে গন্তব্যস্থলের নির্ধারিত বন্দর পর্যন্ত পরিবহন ব্যয় বহন করতে হয়। এতে রপ্তানির দেশে জাহাজে পণ্য অনবোর্ড করা হলে ঝুঁকি ক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়। রপ্তানি ছাড়পত্র ও নির্ধারিত বন্দরে পরিবহন ব্যয়সহ অন্যান্য মৌলিক খরচের জন্য বিক্রেতা দায়বদ্ধ থাকবেন। জাহাজীকরণ বন্দর থেকে চূড়ান্ত গন্তব্যে বন্দরে পৌঁছানো বা বীমা পলিসি ক্রয়ের জন্য দায়বদ্ধ থাকে না। ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে দিয়ে বীমা করিয়ে নিতে চান সেক্ষেত্রে ইনকোটার্ম CIF বিবেচনা করা উচিত। সিএফআর কেবল নন-কন্টেইনার সামুদ্রিক পরিবহন ও অভ্যন্তরীণ জলপথের পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে; অন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে CPT ব্যবহার করা উচিত।

CIF – Cost, Insurance & Freight (সুনির্দিষ্ট গন্তব্য বন্দর): ইনকোটার্ম হিসেবে CIF মূলত CFR এর অনুরূপ; একমাত্র পার্থক্য হলো- পণ্য পরিবহনকালে বিক্রেতাকে পণ্যের জন্য বীমা করতে হয়। CIF এর অধীনে বিক্রেতাকে চুক্তি মূল্যের ১১০% হারে অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বীমা করতে হবে। বীমা পলিসিটি চুক্তির অনুরূপ একই মুদ্রায় হতে হবে। আবার, পরিবহন থেকে পণ্য খালাস বা বীমা কোম্পানির কাছে দাবি উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র বিক্রেতাকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। নথিপত্রের মধ্যে কমপক্ষে ইনভয়েস, বীমা পলিসি ও বিল অব লেডিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে। CIF টার্মে এই তিনটি নথি খরচ, বীমা ও পরিবহন ব্যয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। এসব নথি ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করামাত্র বিক্রেতার বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে যায়। তারপর, ক্রেতাকে চুক্তিমূল্য পরিশোধ করতে হয়। আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো, CIF শুধু নন-কন্টেইনারাইজড সমুদ্রগামী পণ্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত; অন্য সকল পরিবহনের ক্ষেত্রে CIP ব্যবহার করা উচিত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আনুষ্ঠানিক ইনকোটার্ম প্রবর্তনের বহুপূর্ব থেকে CIF প্রচলিত ছিল। এই টার্ম নিয়ে ১৮৬২ সালে ইংরেজ আদালতের মামলা (ট্রেগেলস বনাম সিওয়েল) হয়েছিল। মামলায় আদালত রায় দিয়েছিল, CIF শর্তাধীনে জাহাজীকরণের সাথে সাথে পণ্যের ঝুঁকি ক্রেতার কাছে চলে যায়। আবার, ১৯১১ সালে ই. ক্লিমেন্স হোর্স্ট কো. বনাম বিডেল ব্রাদার্স এর মামলায় ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডস রায় দেয় যে, CIF চুক্তিতে বিক্রেতারা বিল অব লেডিং ও বীমা পলিসি দাখিল করেই মূল্য প্রাপ্তির অধিকারী হবেন। ১৯১৫-১৬ সালে আর্নহোল্ড কারবার্গ অ্যান্ড কো. বনাম ব্লাইদ, গ্রিন, জার্ডেইন অ্যান্ড কো. এর মামলায় হাইকোর্ট রায় দেয় যে, CIF চুক্তিতে শুধু বিল অব লেডিং পণ্য বিক্রয়ের প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, CIF বিক্রয় কোনো পণ্য বিক্রয় নয়, বরং পণ্য সম্পর্কিত নথি বিক্রয়। আপিল আদালতও ঐ রায় বহাল রাখে। এই মামলার (আর্নহোল্ড কারবার্গ) রেফারেন্স দিয়ে ব্রিটেনের আপিল বিভাগ ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে, 'CIF চুক্তির অধীনে বিক্রেতার বাধ্যবাধকতা হলো নথি সরবরাহ করা, পণ্য নয়; ভৌত সম্পত্তির পরিবর্তে তার সিম্বল সরবরাহ করা'।

ইনকোটার্মের বিভিন্নতা

ইনকোটার্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল পক্ষকে প্রতিটি টার্মের উদ্দেশ্য ও তারতম্য সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং কোনো টার্ম না বুঝে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, ভুল ট্রেডিং টার্ম ব্যবহার করার ফলে অপ্রত্যাশিত ফলাফল আসতে পারে।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, এফআরটিএমডি, প্র.কা*

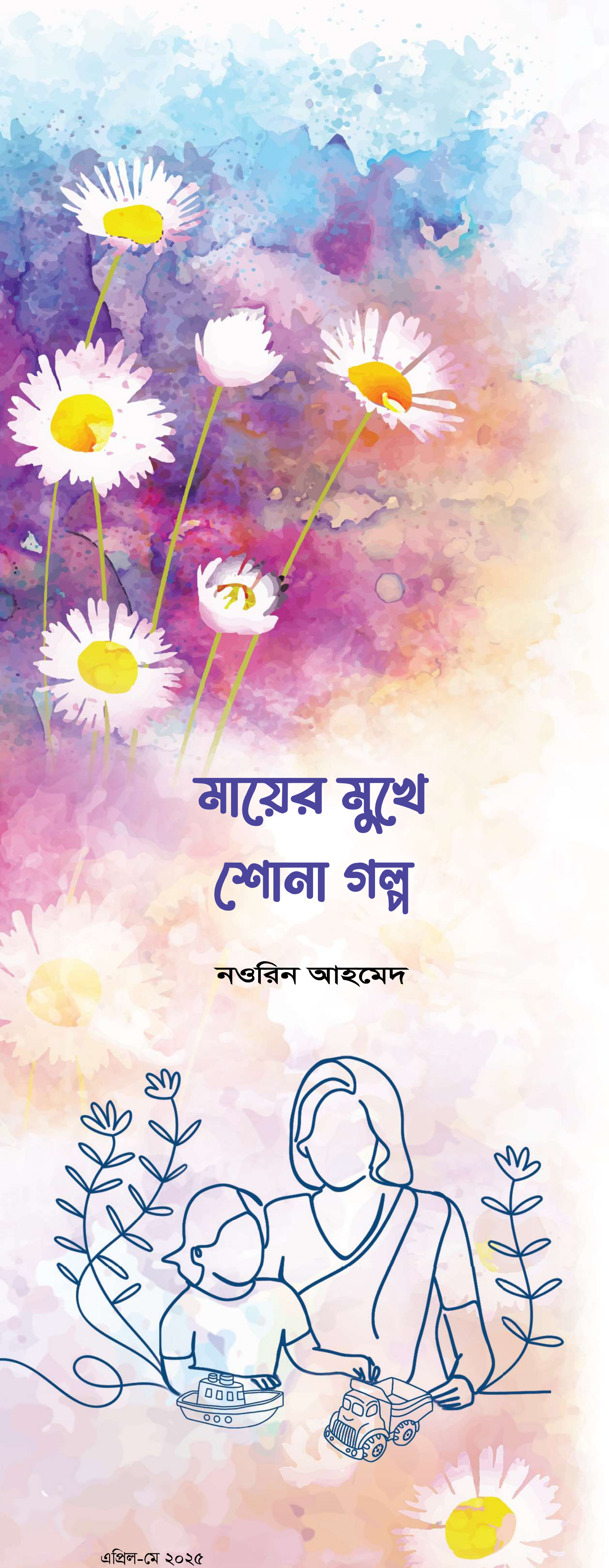

মায়ের মুখে শোনা গল্প

নওরিন আহমেদ

ছোটবেলা থেকে আমার মায়ের মুখে সবচেয়ে বেশি যে গল্প শুনেছি তা হলো মজুমদার বাড়ির গল্প; একটু খোলাসা করে বললে আমার নানাবাড়ির গল্প। এটা আসলে একক কোনো গল্প নয়, বরং অনেকগুলো মানুষের ছোট ছোট মুহূর্ত উদ্‌যাপনের নানামুখী গল্পের সমাহার। আম্মু যখন মজুমদার বাড়ির গল্পগুলো বলে তখন আমি তার চোখে অতীতের সোনালী দিনগুলো দেখতাম আর নিজেকেও সেই সময়টাতে উপলব্ধি করতাম।

গল্পগুলো মূলত বহু বছর ধরে টিকে থাকা কাঠের তৈরি বিশাল এক দোতলা বাড়িকে (ঘরটা দেখতে একসময় অনেক জায়গা থেকে লোকজন আসতো) ঘিরে যেখানে একসাথে প্রায় ৪৫ জন সদস্যের একটি একান্নবর্তী পরিবার তাদের জীবনের সবচেয়ে স্মৃতিময় সময়টা পার করেছে। সেই পরিবারে ছিলো আম্মুর বাবা, মা, ভাই, বোন, চাচা, চাচি, ফুপুরা আর বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলো চাচাতো ও ফুপাতো ভাই-বোন। নানারকম যৌক্তিক কারণে তারা সবাই এই এক বাড়িতেই থাকতো এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে ভীষণ ভালোবাসতো। বয়োজ্যেষ্ঠরা যার যার অবস্থান থেকে সংসারে আর্থিকভাবে কিংবা শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে অবদান রাখতেন আর ছোটদের কাজ ছিলো বই-খাতা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে দল বেঁধে স্কুলে যাওয়া, পড়ালেখা করা, হৈ হৈ করে বেড়ানোর পাশাপাশি ছোট ভাইবোনদের কোলে-কাঁখে করে বড় করা। যেহেতু বড় পরিবার, তাই বলতে গেলে সবসময়ই কোলে নেয়ার এবং কোলে ওঠার মতো কেউ না কেউ থাকতোই পরিবারে। ফলে, ভাইবোনের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও তাদের লালন-পালনে কোনো বাবা-মাকেই বেগ পেতে হতো না খুব বেশি, বরং তারা সংসারের অন্য ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পেতেন। ঘরে পুরুষের তুলনায় নারী সদস্যের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও সেসময় মেয়েদের বাইরে কাজ করার প্রচলন না থাকায় চাকরি/ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জনের দায়িত্বটা মূলত আম্মুর বাবা-কাকাই পালন করতেন। অন্যদিকে, আম্মুর মা-চাচি-ফুপুরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে সংসারের হাজারটা কাজ সামলাতেন। নিজে পাটায় মসলা বেটে প্রতিদিনের রান্নাটা সাধারণত আম্মুর চাচিআম্মাই করতেন আর আম্মুর ফুপুরা কাটা-ধোয়ার কাজ করে রান্নায় সহযোগিতা করতেন। আমার নানু পারদর্শী ছিলেন চুলা থেকে বড় হাঁড়ি নামানো, ভাতের মাড় ঝরানো, লেপ-তোশক রোদে দেয়া ইত্যাদি ভারি কাজে।

আম্মুর বড়ফুপুর কাজ ছিলো প্রতি বেলায় পরিবারের ৪৫ জন সদস্যের প্লেটে ভাত-তরকারি পরিবেশন করা। বাড়ির কাছে স্কুল থাকায় দুপুরে টিফিন পিরিয়ডে সব ভাইবোনেরা দল বেঁধে বাড়িতে ভাত খেতে আসতো, তারা আসার আগেই সবার জন্য ঘরের মেঝেতে লম্বা সারি করে খাবারের থালা সাজিয়ে রাখা হতো যাতে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেই আবার দৌড়ে স্কুলে যাওয়া যায়। কাজটা শুনতে যত সহজ মনে হচ্ছে তেমন কিন্তু মোটেই নয়; প্রতিদিন এতোগুলো মানুষের প্লেটে ভাত বাড়তে বাড়তে পরিবেশনকারিনীর হাত ব্যথা হয়ে যেতো, আবার আজকে কে বড় মাছের কোন টুকরা পেলো সেটা মাথায় রেখে পরের যেদিন বড় মাছ রান্না হবে সেদিন কে কোন টুকরা পাবে, এসব সমতা রক্ষা করা চাট্টিখানি বিষয় ছিলো না। বড় মাছগুলো রান্নার আগে ঘরের সদস্যসংখ্যা হিসাব করে কেটে টুকরা করার কাজটাও কঠিন ছিলো। ডিম রান্না হলে সবাই অর্ধেকটা করে ডিম পেতো, আস্ত ডিম খাওয়ার সৌভাগ্য সাধারণত কারো হতো না। এক মণ চাল এবং এক কেজি ডাল বরাদ্দ ছিলো প্রতি চারদিনের জন্য। পাতিল ভর্তি করে পানির মতো পাতলা ডাল রান্না করা হতো আর সবাইকে নারিকেলের মালার তৈরি বিশেষ চামচ (আঞ্চলিক নাম - 'উপরি') দিয়ে এক/দুইবার করে দেয়া হতো। সেই পাতলা ডালই নাকি এত সুস্বাদু হতো যে কোনো কোনো সময় অন্য ঘরের লোকজন এসে খাওয়ার জন্য নিয়ে যেতো। দুধ-ভাত খাওয়ার দিন সবাইকে মেপে মেপে অল্প করে দুধ আর ভাত দেয়া হতো। সাধারণত খাবারের পরিমাণ নিয়ে কেউ কথা বলতো না, তবে দুধভাতের বেলায় একজন ছিলো ব্যতিক্রম। হাতের কব্জি পর্যন্ত ডুববে এমন পরিমাণ দুধ প্লেটে না পেলে চিৎকার শুরু হয়ে যেতো। এজন্য ওই প্লেটে সবার জন্য যেটা বরাদ্দ সেই পরিমাণ দুধ দেয়ার পর আগে থেকেই লুকিয়ে পানি ঢেলে কব্জি ডুবানোর ব্যবস্থা রাখা হতো। বছরে এক/দুইবার করে মৌসুমী ফল আসতো বাড়িতে; ঝাঁকা ভর্তি করে আসতো যাতে সবাই একদম মন ভরে খেতে পারে। যদিও আম্মুদের ছোটবেলায় চালের চেয়ে গম সস্তা ছিলো তবুও এত মানুষের জন্য ভাত-তরকারি ছাড়া অন্য

কিছু রান্না করা সম্ভব ছিলো না। ফলে, এই ঘরের বাচ্চাদের কারো রুটি খেতে ইচ্ছে হলে নিজের প্লেটের ভাত-তরকারির বিনিময়ে প্রতিবেশীদের তৈরি রুটি এনে খেতো; তবে কাজটা করতো লুকিয়ে। যাতে মায়েরা টের পেয়ে না যায়, নইলে আবার উত্তম-মাধ্যম জুটবে কপালে। শবে-বরাতে চালের রুটি আর শীতকালে পিঠে-পুলি বানানো হতো খুব ধুমধাম করে। বাড়ির দোতলার সামনের অংশে যে টিনের চালা সেখানে দিনের বেলা চালের গুড়া শুকিয়ে সারা রাত ধরে পিঠা বানানো হতো। একসাথে ৮-১০ কলসি খেজুরের রস নিয়ে বড় পাতিল ভর্তি করে ভেজানো হতো চিতই পিঠা। মেয়ে-জামাইরা বা কোনো মেহমান বেড়াতে এলে তাদেরকে আলাদা খাবার দেয়া হতো দোতলায়, সে খাবারে আবার বাড়ির সদস্যদের কোনো অধিকার থাকতো না; তারা ভালো-মন্দ খাওয়ার সুযোগ শুধু সেদিনই পেতো যেদিন সকলের জন্য ব্যবস্থা করা যেতো, কেউ খাবে কেউ খাবে না এই ব্যাপারটাই অবৈধ ছিলো।

বড় দু'একজনের জন্য টেবিল চেয়ার থাকলেও ছোট ভাই-বোনেরা সবাই দোতলা বাড়ি ভর্তি ঢালাও বিছানাতেই একসাথে পড়ালেখা করতো আর পড়া শেষে সেখানেই ঘুমাতো। ঘুমানোর আগে মেয়েদের সবাইকে অবশ্যই তাদের মায়েরা বেশি করে নারকেল তেল লাগিয়ে ফিতা দিয়ে শক্ত বেণী বেঁধে দিতেন যাতে সকালে সেই বাঁধাতেই স্কুলে যাওয়া যায়। সকালে কার চুল বেশি ভালোভাবে বাঁধা আছে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো মেয়েদের মধ্যে। যদি কারো ঘুম আগে ভেঙে যেতো আর সে উঠে দেখতো তার চুলের বেণী কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাহলে খুব সাবধানে যাতে কারো ঘুম ভেঙে না যায় এমনভাবে আশেপাশে যারা ঘুমিয়েছে তাদের চুলের ফিতা খুলে দিত আর এই নিয়ে সকালবেলা হুলস্থূল চলত। ছোটরা কখনও বাড়ির কাছের বাজারে ঘুরতে গেলে তাদেরকে চারআনা করে দেয়া হতো মজা খাওয়ার জন্য; আর তারা চারআনায় একটা আখ কিংবা পাঁচটা টোবা বিস্কুট (খুব শক্ত এক ধরনের বিস্কুট যা তখন পাঁচ পয়সায় পাওয়া যেত) কিনে মনের সুখে খেতে খেতে বাড়িতে ফিরে আসত। মাঝে মাঝে আবার এর বিনিময়ে বাজারের কিছু ব্যাগও বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আসত। চার আনার লোভ বলে কথা! সবচেয়ে বেশি মজা হতো বর্ষাকালে শাপলার মৌসুমে। কারণ তখন বাজারে গেলে সবার গলায় একটা করে শাপলার আঁটি কিনে ঝুলিয়ে দেয়া হতো, এগুলো গলায় নিয়ে মজা খেতে খেতে তারা বাড়ি ফিরতো আর বাড়ি ফিরলে সব শাপলা একত্রে বিশাল পাত্রে সিদ্ধ করে পরের বেলার জন্য রান্না করা হতো।

ঢাকা থেকে নির্দিষ্ট কোনো একটা প্রিন্টের থান কাপড়ের বড় একটা বা দুইটা রোল কিনে আনা হতো। পারদর্শী বড় বোনেরা ঈদের আগে সব বোনদের জন্য একরকম জামা বানাতো। ঈদের সকালে বাড়ির ছোটদের দায়িত্ব ছিলো প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গ্লাসভর্তি "মলিদা" (আঞ্চলিক একটি পানীয় যা অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয়) পৌঁছে দেয়া; কোন ঘর সবার আগে পৌঁছে দিয়ে প্রথম স্থান লাভ করবে তাই নিয়ে চলতো বাচ্চাদের প্রতিযোগিতা। প্রতিবেশী ঘরগুলো নিয়েও অনেক গল্প আছে, তারাও পরিবারের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। যেকোনো ঘরে কারো বিয়ে-শাদী বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান থাকলে বাড়ির পুকুর থেকে সকলের সম্মতিতে প্রচুর মাছ ধরে তা দিয়ে আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা হতো; এমনকি কোনো এক ঘরের অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক হওয়া থেকে শুরু করে তা সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত সব ঘরের সবার সাথে আলোচনা-বুদ্ধি-পরামর্শ কিংবা অন্য যেকোনো রকম সহযোগিতার আদান-প্রদান চলতেই থাকতো। পুরো মজুমদার বাড়ির ছেলেমেয়েরা একসাথে ভাইবোনের মতো মিলে মিশেই বড় হয়েছে। আবার সব ঘরের মুরুব্বীদেরই সবাই একইভাবে অভিভাবক হিসেবে মানতো। মুরুব্বীরাও সবাই সব ঘরের ছেলে-মেয়ে কিংবা নাতি-পুতিকে নিজের মনে করেই ভালোবাসতেন। এক প্রতিবেশী নানা নাকি আমাকে এতোটা ভালোবাসতেন যে তার কাছে বাড়তি কোনো টাকা জমলেই নিজের আর্থিক সংকটকে উপেক্ষা করে বাজার থেকে কলা কিনে এনে নিজের নাতিদের লুকিয়ে হলেও আম্মুর কাছে আমার জন্য দিয়ে যেতেন। তিনি আমাকে এই বলে দোয়া করতেন যে আমি বড় হলে একজন আকর্ষণীয় মহিলা হবো সেই গল্প যে আম্মু কতজনকে কতবার বলেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। গল্পের সেই নানার দোয়ায় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কেউ না হতে পারলেও ছোট্ট জীবনে যে অসংখ্য মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়েছি তা বলতেই হবে।

আমার নানাদের ঘরে সকাল-সন্ধ্যায় আশেপাশের ঘর থেকে সবাই আড্ডা দিতে আসতো; বড়দের রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক গল্প যেমন চলতো তেমনি আবার কম বয়সীদের অনর্থক হাসি-ঠাট্টা-গল্পও চলতো। সবসময় ফ্লাস্ক ভরা চা বানিয়ে রাখা হতো যাতে যেই আসুক চায়ের অভাব না হয়। আড্ডার গল্প মানেই পুরনো দিনের মজুমদার বাড়ি - কে কবে বরই গাছের ডালের খোচায় কপাল কেটেছে, কে কে দোতলায় পরী দেখার পর থেকে ভয়ে আর কোনদিন সেখানে ঘুমাতে পারেনি, কারা দোতলা থেকে গড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সময় আহত হয়েছে, বাড়ির কবরস্থানে যেতে কে বেশি ভয় পায়, কে আবার মধ্যরাতে একা একা বাড়ির পাশের গহীন বাঁশবাগানে হেঁটে বেড়ানোর মতো সাহসী, কে পড়ালেখা ছাড়া কিছুই বুঝতো না, কে পড়ালেখা না করার জন্য কতো অভিনব কায়দায় মার খেয়েছে এরকম আরও কতো যে গল্প! গল্পগুলো এতো সাধারণ তাও যতোবার শুনি ততোবারই শুনতে কী যে অসাধারণ লাগে!

আম্মুর কাছে মজুমদার বাড়ির দুর্যোগ-দিনগুলোর গল্পও শুনেছি। অষ্টাশির বন্যায় আমার জন্মের সময় আম্মু নানুবাড়িতেই ছিলো। নানাদের ঘর যেহেতু দোতলা ছিলো তাই বন্যার পানির মধ্যে প্রতিবেশীদের কেউ কেউ নিজেদের ঘরে থাকতে না পেরে এখানে এসে সবাই মিলে মিশে একেসাথে থাকতো। কোনো কোনোদিন ঘুম থেকে উঠে পায়ের কাছে সাপের খোলস পাওয়া যেতো, তাই আমার জন্মের আগে শেষ কয়েকটা দিন বাড়িতে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত দিন কাটছিলো সবার। আম্মুর এক খালা নাকি ডুবন্ত বাঁশের সাঁকোর হাতল ধরে কোনোরকমে ঝুলে ঝুলে খাল পার হয়ে আম্মুকে সাহস দিতে এসেছিলেন। বন্যায় রাতের বেলা ডাক্তার বা অন্য কোনো লোকজন পাওয়া যাবে না বলে আম্মুর নানু (ধাত্রী হিসাবে তার খুব নাম ছিলো এলাকায়) প্রতিরাতে ঝাঁপিয়ে এসে আম্মুর কাছে বসে থাকতেন, পরে অবশ্য তার হাতেই আমার জন্ম হয়। এসব শুনে আমার মনে হয় এত কঠিন দিনেও একে অপরের জন্য কতটা নিবেদিতপ্রাণ আর বিপদ মোকাবিলায় কতটা একাট্টা ছিলেন তারা!

আম্মুর কাছ থেকে শোনা গল্পগুলো থেকে আমি অনেক কিছু শিখি; সবচেয়ে বেশি শিখি ইতিবাচকতা। জীবনের যেকোনো পরিস্থিতি হাসিমুখে কারো কোনো ক্ষতি না করে বরং সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে কীভাবে সামলে নেয়া যায় সেই কৌশলটা যখন কেউ মায়ের কাছ থেকে শিখে ফেলে, আমার মনে হয় না তাকে আর পৃথিবীর কোন নেতিবাচকতা স্পর্শ করতে পারে। আমি আমার মায়ের মুখের সুখের গল্পগুলো থেকে আরেকটা জিনিস শিখেছি - স্বার্থপর না হতে। আমি এটা বুঝেছি যে, অন্যের কোনো আনন্দ দেখার পর নিজের দুঃখ না বাড়ার ছোট্ট বিদ্যাটা শিখে নিতে পারলে জীবন থেকে অনেক দুঃখের গল্প কমে যায়; একটু চেষ্টা করে যদি অন্যের আনন্দে নিজে আনন্দ পাওয়ার বিদ্যাটাও শিখে নেয়া যায় তবে আর কথাই নেই, জীবনে সুখের গল্পের কোনো অভাব হয় না। এই যে আম্মুর বাবা-চাচা কিংবা মা-চাচি-ফুপুরা সারাদিন পরিশ্রম করলেও তাদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ ছিলো না, বরং তারা সবসময় একে অপরকে মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে বাঁচতেন, আগলে রাখতেন সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে - এসব কি শুধুই গল্প! আমার কাছে তো মনে হয় এগুলো জীবন নামক পাঠশালার একেকটা বইয়ের পাতা যা কোনো বড় বড় ডিগ্রিতে পড়ানো হয় না; এমনকি পড়ে পড়ে শেখাও সম্ভব নয় বরং মুখে মুখেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই শিক্ষাগুলো চলতে থাকবে, শুধু প্রয়োজন এই গল্পগুলোর চর্চাটাকে চালু রাখা। বড়দের দেখে যেমন আমার মা-খালা-মামারা শিখেছে কীভাবে হিংসা-বিভেদ ভুলে একসাথে মিলেমিশে থাকা যায়, তেমনি আবার তাদেরকে দেখে কিংবা তাদের মুখ থেকে শুনেই আমাদের প্রজন্ম শিখেছে বা শিখছে। এখন আর সেই ৪৫ জন মানুষ হয়তো একসাথে থাকে না; জীবনের প্রয়োজনে কিংবা অমোঘ নিয়মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন দেশে-বিদেশে কিংবা এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। তবে, অবাক করা বিষয় এটাই যে, সেই মানুষগুলোর সাথে জড়ানো প্রায় তিনটি প্রজন্ম আজও একে অপরকে প্রায় একইভাবে ভালোবাসে, বিশেষ দিনগুলোতে মনে রাখে আর ডাক পেলেই ছুটে আসে প্রাণের সন্ধানে, মজুমদার বাড়িতে। গল্পের চর্চা বন্ধ হয়ে গেলেই সম্পর্কগুলোও হারিয়ে যেতে আর সময় লাগবে না; তাই, মজুমদার বাড়ির গল্পগুলো বেঁচে থাকুক মায়েদের মুখের সুখের গল্প হয়ে অনন্তকাল ধরে।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, বিআরপিডি, প্র.কা*

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে নতুন সংগ্রহ

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত বই/সাময়িকী/অন্যান্য পাঠ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। সম্প্রতি সংগৃহীত বই/সাময়িকী অন্যান্য পাঠ সামগ্রীর একটি তালিকা পাঠকদের জন্য দেয়া হলো।

অর্থনৈতিক সংকট, কর্তৃত্ববাদ ও গণতান্ত্রিক সুরক্ষা
- কল্লোল মোস্তফা
- আদর্শ
- ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২৪

বাংলাদেশের অর্থ খাত ও নীতি-অনীতির দ্বন্দ্ব
- বিরূপাক্ষ পাল
- প্রথমা প্রকাশন
- ২০২৪

বাংলাদেশ: অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত রূপান্তর -১৯৭১-২০২১
- মুস্তফা কে. মুজেরি, জিন্নাতুন নাদিরা, নিয়াজ মুজেরী
- প্রথমা প্রকাশন
- ২০২৩

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪
- অর্থ মন্ত্রণালয়
- জুন ২০২৪
- ঢাকা, বাংলাদেশ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৪-২০২৫
-পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
-জুন ২০২৪
-ঢাকা, বাংলাদেশ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২০২৪
- পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- জুন ২০২৪
- ঢাকা,বাংলাদেশ

জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২০২৫: টেকসই উন্নয়নের পরিক্রমায় স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নযাত্রা
- অর্থ মন্ত্রণালয়
- জুন ২০২৪
- ঢাকা,বাংলাদেশ

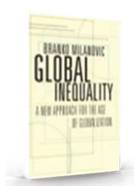

Global Inequality: A New Approach for The Age of Globalization
- Branko Milanovic
- The Belknap Press Of Harvard University
- 2022

The Routledge Companion to Banking Regulation and Reform
- Ismail Erturk, Daniela Gabor [Editor]
- Routledge
- New York (state), 2017

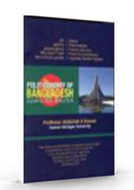

Politiconomy of Bangladesh: Essays and Analysis
- Prof. Dr. Abdullah A Dewan
- Joybangla Prokashani
- 2024

Bangladesh Stabilizing :The Macro Economy
- Sadiq Ahmed
- Nymphem
- 2023

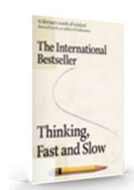

Thinking, Fast and Slow
- Daniel Kahneman
- Penguin Books
- 2011

শোক সংবাদ

চাই ছা অং চাক

অতিরিক্ত পরিচালক
জন্ম: ০৬/০৮/১৯৬৬
ব্যাংকে যোগদান: ৩১/০৭/১৯৯৫
মৃত্যু: ১৮/০৫/২০২৫

রোজীনা ইয়াসমিন

যুগ্ম পরিচালক
জন্ম: ২০/০১/১৯৬৮
ব্যাংকে যোগদান: ০৬/০৪/১৯৮৯
মৃত্যু: ০৪/০৩/২০২৫

মোঃ রেজাউল করিম

সিনিয়র কেয়ারটেকার (ক্যাশ) (পিআরএল)
জন্ম: ২৫/১০/১৯৬৫
ব্যাংকে যোগদান: ২৫/১০/১৯৮৫
মৃত্যু: ১৫/০৩/২০২৫

আমাদের 'ইউনিটি'

তানভীর আহমেদ

পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত ধরনের যে ভাস্কর্য রয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মিত এসব ভাস্কর্য। তবে মানুষের কোনো অঙ্গ ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হতে পারে, তা অনেকের কাছেই অকল্পনীয়। মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে হাত। এই হাত মানুষের সৃষ্টিশীল কাজের হাতিয়ার। তাই অনেক শিল্পীর কাছে এই হাতই ভাস্কর্য শিল্পের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে। এসব হাত ভাস্কর্যের নানা আঙ্গিক, নির্মাণ উপাদান এবং বিষয়বস্তু পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বিশ্বের অনেক দেশে প্রখ্যাত শিল্পীর তৈরি হাতের নান্দনিক ভাস্কর্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিল্পী লিওনার্ড ম্যাকমুরির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যের টালসা শহরের রবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বরে 'প্রেয়িং হ্যান্ড', শিল্পী লরেনসো কুইনের ইতালির ভেনিস শহরে 'জায়েন্ট হ্যান্ড অব ভেনিস', শিল্পী ডেভিড বার্নাসের ইংল্যান্ডের কেন্টের রামসগেট অঞ্চলে 'হ্যান্ডস অ্যান্ড মোলিকিউল', শিল্পী কেনেথ ট্রাইস্টারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে 'হলোকস্ট মেমোরিয়াল' ও শিল্পী নিউম্যান নুয়ার্তার ইন্দোনেশিয়ার বানডাং শহরে 'জায়েন্ট হ্যান্ড'। এছাড়াও, শিল্পী কিম সেউং-গুকের দক্ষিণ কোরিয়ার কেপ হোমি অঞ্চলের হোমিগট সৈকতে 'হ্যান্ড অব হারমোনি' এবং শিল্পী মারিও ইররাজাবালার চিলির আতাকামা মরুভূমিতে 'মালো ডেল ডেসিটারো' ইংরেজিতে যার অর্থ 'হ্যান্ড অব ডেজার্ট' ও উরুগুয়ের পুনতা ডেল এস্টে শহরের ব্রভা সমুদ্র সৈকতে 'ড্রোনিং হ্যান্ড' শীর্ষক ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশেও রয়েছে এ ধরনের ভাস্কর্য। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের দ্বিতীয় সংলগ্নী ভবন চত্বরে হাতভিত্তিক একটি ভাস্কর্য ২০১১ সালে স্থাপন করা হয়। ভাস্কর্যটির শিরোনাম 'Unity' বা 'একতা'। Unity ভাস্কর্যটির উচ্চতা ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট ও বেধ ৮ ফুট। Unity নির্মিত হয়েছে স্টিল পাইপ, শীট ও গ্রানাইট দ্বারা।

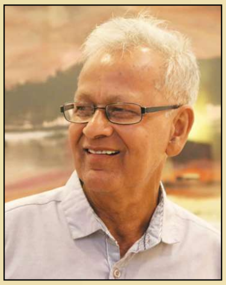

শিল্পী হামিদুজ্জামান খান

Unity একটি রূপকধর্মী ভাস্কর্য। কালো গ্রানাইট পাথরকে ভিত্তি করে স্টিল পাইপ দ্বারা এক জোড়া হাতের ক্রমবর্ধমান ফর্ম তৈরি করা হয়েছে। হাত দু'টি স্টিলের একটি গোলক ধরে আছে। এটি মূলত বিশ্বায়নকে ধারণ করার চেষ্টা বলে মনে করা হয়। শিল্পী পুরো ভাস্কর্যটিতে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রগতিই যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দর্শন তার শৈল্পিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাস্কর্যটির নামকরণ Unity করার মাধ্যমে এর মূল বার্তাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য অপরিহার্য। এটি বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও পেশার মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্মারক, যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। ভাস্কর্যটির উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা ভবিষ্যতের দিকে বাংলাদেশের অবিরাম অগ্রযাত্রাকে নির্দেশ করে। শিল্পের মাধ্যমেও একটি জাতির আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস ও ভবিষ্যতের স্বপ্নকে যে প্রকাশ করা সম্ভব ভাস্কর্যটি তার মূর্ত প্রতীক।

Unity ভাস্কর্যের নির্মাতা শিল্পী হামিদুজ্জামান খান ফর্ম, বিষয়ভিত্তিক ও নিরীক্ষাধর্মী ভাস্কর্যের জন্য সুপরিচিত। ১৯৫০ এর দশকে খ্যাতিমান ভাস্কর নভেরা আহমেদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভাস্কর্যে যে আধুনিক ধারার সূচনা ঘটে সে ধারার প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব শিল্পী হামিদুজ্জামান খান। তিনি তাঁর স্বকীয়ধর্মী কাজের মাধ্যমে এদেশে ভাস্কর্য শিল্পের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ভাস্কর্যে Expressionism বা প্রকাশবাদ ও Minimalism বা অল্পায়নের মতো নির্মাণ শৈলী লক্ষ্য করা যায়। পাঁচ দশকের অধিক কর্মজীবনে তিনি ১৫০ এর অধিক ভাস্কর্য বাংলাদেশ, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, বুলগেরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মাণ করেছেন। ১৯৭০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ভাস্কর্য শিল্পে অনন্য অবদানের জন্য ২০০৬ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, ডিসিপি, প্র.কা*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: রুপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।